NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি | সোম স্বাস্থ্য বীমা | মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি | বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি | বৃহস্পতি খেলার জগৎ | শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ | শনি অর্বেক আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ এসআইআর-এর সময়সীমা আরও বাড়াতে পারে নির্বাচন কমিশন!

ডিমের দাম বৃদ্ধি নিয়ে নজরদারি প্রশাসনের ২

কলকাতা ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.12.2025, Vol.19, Issue No. 175, 8 Pages, Price 3.00

বড়দিনের উপহার, ফের কমল রেপো রেট

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: বড়দিনের মুখে ফের সুখবর। চলতি বছরে চতুর্থবারের জন্য রেপো রেট হ্রাস করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। ফলে ভাসমান সুদের হারে বাড়ি ও গাড়ির ঋণে মিলবে স্বস্তি। এক ধাক্কায় অনেকটাই কমছে মাসিক কিস্তির অঙ্ক।

শুক্রবার, ৫ ডিসেম্বর তিন দিনের মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠকের পর নতুন রেপো রেট ঘোষণা করেন আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। এ বার সুদের হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ফলে ৫.৫ শতাংশ থেকে ৫.২৫ শতাংশে নেমেছে সূচক। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে প্রথম বার সুদ কমায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। জুনের মধ্যে ৬.৫ শতাংশ থেকে ৫.৫ শতাংশে নেমে আসে রেপো রেট। অগস্ট এবং অক্টোবরের মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠকে সূচক অপরিবর্তিত রেখেছিল আরবিআই। সব মিলিয়ে ২০২৫ সালে মোট ১২৫ পয়েন্ট সুদ কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ২০২০ সালের পর আরবিআইয়ের এ-হেন পদক্ষেপকে নজিরবিহীন বলছেন আর্থিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

উল্লেখ্য, মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে গত বছর কয়েক দফায় বিপুল হারে রেপো রেট বাড়িয়েছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। ২০২২ সালের মে মাস থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বেড়েছে রেপো রেট। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে একবারও রেপো রেট বাড়ানো হয়নি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে ছবিটা পালটেছে। পরপর তিনবার কমানো হয়েছে রেপো রেট। বছরের একেবারে শেষ মাসে এসে চলতি বছরে চতুর্থবার রেপো রেট কমাল আরবিআই।

‘বন্ধু’র প্রশংসায় পঞ্চমুখ পুতিন, বার্তা আমেরিকাকেও

শুক্রবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ২৩তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষবৈঠকে যোগ দেন পুতিন ও মোদী। এরপর যৌথ প্রেস বৈঠক করেন দুই রাষ্ট্রনেতা। এর আগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পরে তাঁরা দু’জনে একসঙ্গে যান মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থল রাজঘাটে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

‘নিরপেক্ষ নয়, ভারত শান্তির পক্ষে’

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করল ভারত। ২০৩০ সাল পর্যন্ত দু’দেশের মধ্যে কৌশলগত অর্থনৈতিক বিস্তারে সম্মত হয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন এবং নরেন্দ্র মোদী। দুই নেতার দীর্ঘক্ষণ বৈঠকে দু’দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বোঝাপড়া আরও জোরদার করা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টি উল্লেখ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী। শুধু তা-ই নয়, রাশিয়ার পর্যটকদের জন্য বড় ঘোষণাও করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, রাশিয়ার পর্যটকদের জন্য শীঘ্রই ই-ভিসা চালু করবে ভারত।

ভারত ও রাশিয়া সন্ত্রাসের মোকাবিলায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে। শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করার সময় এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেই প্রসঙ্গেই তাঁর মুখে উঠে এল পহেলগাঁও হামলার কথা।

এদিন হায়দরাবাদ হাউসে মোদীকে বলতে শোনা যায়, ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে। সেটা পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা হোক বা ক্রোকাস সিটি হলে কাপুরুষোচিত হামলা, এই সমস্ত ঘটনার মূলে একই। ভারতের অটল বিশ্বাস যে সন্ত্রাসবাদ মানবতার মূল্যবোধের উপর সরাসরি আক্রমণ। এবং এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। রাষ্ট্রসংঘ, জি২০, ব্রিকস, এসসিও এবং অন্যান্য ফোরামে ভারত ও রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে। আমরা এই সমস্ত ফোরামে আমাদের আলোচনা এবং সহযোগিতা অব্যাহত রাখব।’

শুক্রবার যৌথ প্রেস বৈঠক থেকে রাশিয়ায় দু’টি নতুন দূতাবাসের উদ্বোধনের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি বলেন, ‘ভারত-রাশিয়ার সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিকটাই হল উভয় দেশের সংস্কৃতি ও জনসাধারণ।’ আর সেই সংস্কৃতি ও জনসাধারণের মেলবন্ধনকে বজায় রাখতে রাশিয়ার কাজান এবং ইয়েকাতেরিনবুর্গে দু’টি ভারতীয় দূতাবাস খুলেছে নয়াদিল্লি। যার উদ্বোধন হল শুক্রবার।

যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে পুতিনকে পাশে নিয়ে মোদী বলেন, ‘আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি আমরা শীঘ্রই বিনামূল্যে ৩০ দিনের ই-ট্যুরিস্ট ভিসা এবং গ্রুপ ট্যুরিস্ট ভিসা চালু করব। উভয় দেশের জনগণের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।’ মোদী আরও জানান, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে ভারত ও রাশিয়া।

মোদী জানান, তাঁর সরকার চায় ভারত ও রাশিয়ার জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে। দুই দেশই পর্যটন বৃদ্ধির কাজ করছে। মোদীর কথায়, ‘ভারত শীঘ্রই রাশিয়ার নাগরিকদের জন্য কোনও প্রক্রিয়াকরণ ফি ছাড়া ই-ট্যুরিস্ট ভিসা এবং গ্রুপ ট্যুরিস্ট ভিসা চালু করবে।’ এ ছাড়াও দুই দেশ চায় শিক্ষা এবং ক্রীড়া সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে, জানান মোদী।

নয়াদিল্লিকে তেল দিতে তৈরি মস্কো

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: দু’দিনের ভারত সফরে এসেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে ‘একঘরে’ করতে চেয়েছিল আমেরিকা। চাপানো হয়েছিল ‘সুইফট’ নিষেধাজ্ঞা। সেই নিষেধাজ্ঞাকে ব্যর্থ করতে ভারতের সঙ্গে জোট বেঁধেছে রাশিয়া। ডলার নির্ভর অর্থনীতিকে দুরমুশ করতে দেশীয় মুদ্রায় ভারত-রুশ বাণিজ্যে এসেছে জোয়ার। শুক্রবার যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সে কথাই জানালেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। জানালেন, ভারত-রুশ বাণিজ্যের আর্থিক লেনদেন ৯৬ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে।

শুক্রবার যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ সকল ভারতীয়দের ধন্যবাদ জানাই এমন উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য। এর পাশাপাশি পুতিন জানান, ভারতকে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ করতে প্রস্তুত রাশিয়া। তাঁর কথায়, ‘জ্বালানি ক্ষেত্রে উভয় দেশই ব্যবসা করে সন্তুষ্ট। তাই

> **আমাদের মধ্যে খুবই বিশ্বস্ত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। মোদীকে ভরসা করা যায়। ভারত ভাগ্যবান এবং ধন্য যে মোদীর মতো একজন নেতা পেয়েছেন। মোদীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের নাম।**
>
> ভ্লাদিমির পুতিন

তেল-গ্যাসের সেই ব্যবসাকেই আবার আগের মতোই করে তুলতে চাই। আমরা একেবারে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ভারতকে তেল পাঠাতেও প্রস্তুত রয়েছি।’ এছাড়াও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একে অপরের হাত শক্তিশালী করে সামরিক চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও রাশিয়া উভয়েই উভয় দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র ব্যবহার করতে পারবে। মহাকাশ, কৃত্রিম মেধার পাশাপাশি ভারতে পরমাণু কেন্দ্র তৈরিতে সাহায্যের বার্তা দেওয়া হয়েছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে রাশিয়া।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পা রাখার আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেন, ‘মোদীকে পেয়ে ভারত ধন্য। মোদীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের নাম।’ এমনকি, ভারতের রুশ তেলা কেনা নিয়েও আমেরিকাকে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন পুতিন।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে পুতিন বলেন, ‘আমাদের মধ্যে খুবই বিশ্বস্ত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। মোদীকে ভরসা করা যায়। ভারত ভাগ্যবান এবং ধন্য যে মোদীর মতো একজন নেতা পেয়েছেন। মোদীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের নাম।’ তিনি আরও বলেন, ‘ভারত-রুশ সম্পর্ক আরও মজবুত করতে মোদী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে দু’দেশের সহযোগীতা আরও বৃদ্ধি করতে তিনি উদগ্রীব।’

ইন্ডিগো বিপর্যয়ে তদন্তের নির্দেশ

■ বিপর্যস্ত ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা। এক দিন নয়, টানা তিন ধরে একই অবস্থা। দেশ জুড়ে বিমানবন্দরগুলিতে যাত্রীভোগান্তি চরমে। গত ৩ দিনে ইন্ডিগোর প্রায় ৩ হাজার ৪০০ উড়ান বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে শুক্রবারই বাতিল হয়েছে ৬০০ বিমান। কী কারণে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, তা খতিয়ে দেখতে এ বার উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নায়ডু। উদ্ভূত সমস্যাগুলির তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোলরুম চালু করা হয়েছে।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

ক্যাভিয়েট দাখিল

■ ২০১৬ সালে নিয়োগ পাওয়া প্রায় ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট সম্প্রতি বড় রায় দিয়েছে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ গত ৩ ডিসেম্বর নির্দেশ দেন, এই শিক্ষকদের চাকরি বহাল থাকবে। এদিকে মামলাকারীদের একটা বড় অংশের ধারনা, এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হতে পারে। তাই কর্মরত কয়েকজন শিক্ষক আগেভাগেই সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট জমা দিয়েছেন, যাতে তাঁদের বক্তব্য না শুনে আদালত কোনও নির্দেশ না দেয়।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

হুমায়ুনের বাবরিতে হস্তক্ষেপ নয় কোর্টের

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের বাবরি মসজিদ নির্মাণে কোনও বাধা নেই। মামলায় হস্তক্ষেপই করল না কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। শনিবার শিলান্যাসের সময় অশান্তির আশঙ্কা থাকলেও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার দায় রাজ্যের উপরেই ছাড়ে আদালত। এদিকে ইতিমধ্যে বেলডাঙায় বাহিনী মোতায়েন করেছে রাজ্য সরকার।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের শুনানির সময় আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, এই ঘটনায় সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। তাই রাজ্য প্রশাসনের তরফে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। রাজ্যের তরফে অবশ্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেই দাবি করা হয়। ইতিমধ্যে বেলডাঙায় টহল দেওয়া শুরুও করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন্দ্রের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন করা হয়েছে।

বলে রাখা প্রয়োজন, ৬ ডিসেম্বর শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর। সঙ্গে এও জানিয়েছেন এজন্য তাঁর জমিও তৈরি। এহেন ঘোষণার পর থেকেই হুমায়ুনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে থাকে শাসকদল তৃণমূল। এর মধ্যেই দলবিরোধী কাজের অভিযোগ তুলে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল। এদিকে এই ইস্যুতে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাব সংবিধানবিরোধী বলে অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। আইনজীবী সব্যসাচী চক্রবর্তী এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের করেন। হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ নিয়মানুযায়ী মামলা দায়েরের পরামর্শ দেন। তবে শুক্রবারের শুনানিতে এই মামলায় হস্তক্ষেপই করল না ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশের আগে থেকেই মসজিদের শিলান্যাসের শেষ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হুমায়ুন। এদিন সকালে মসজিদের জমি পরিদর্শন করেন।

সিবিআইয়ের মামলাতেও ‘কালীঘাটের কাকু’র জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআইয়ের মামলাতেও জামিন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’র। আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার একাধিক শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। এর আগে ইডির মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন তিনি। শারীরিক সমস্যার জেরে বেশ কয়েকমাস অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্ত রয়েছেন ‘কালীঘাটের কাকু’।

সিবিআইয়ের মামলায় এদিন জামিন দিলেও কলকাতা হাইকোর্ট বেশ কয়েকটি শর্ত বেঁধে দেয়। জানানো হয়েছে, কোনও প্রয়োজনে কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। সপ্তাহে একবার তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। জামিন পেলেও আপাতত পাসপোর্ট আদালতে জমা রাখতে হবে ‘কালীঘাটের কাকু’কে। একইসঙ্গে বিশেষ আদালতের প্রত্যেক শুনানিতে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও নথিপত্র কিংবা তথ্য বিকৃত করতে পারবেন না ‘কালীঘাটের কাকু’। তাঁর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর আদালত এবং তদন্তকারী সংস্থাকে জানাতে পারবেন। আচমকা ফোন নম্বর বদলাতে পারবেন না। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন ‘কালীঘাটের কাকু’।

এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতির কয়েকশো কোটি টাকা লেনদেন প্রায় সবই জানা ছিল তাঁর।

পশ্চিমবঙ্গকে আর্থিক সাহায্যের খতিয়ান সংসদে পেশ অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকার কখনও পশ্চিমবঙ্গকে অবহেলা করেনি, এই বার্তাই ফের স্পষ্ট করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। শুক্রবার রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে তিনি রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তা, অবকাঠামোগত বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেন। একই সঙ্গে রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি এবং কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে রাজ্যের সরে আসা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

যদিও অর্থমন্ত্রীর দাবিকে মিথ্যা বলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্র সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসায়

পশ্চিমবঙ্গকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মোট ১,৯৬,২৭৭.৪৩ কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রকল্পভিত্তিক বকেয়া ও বঞ্চনার অঙ্ক, মনরেগায় ৪৩,০১৪.৭৬ কোটি (গ্রামীণ শ্রমিকদের মজুরি), প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ২৪,২৭৫ কোটি (গৃহহীনদের বাড়ি), প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ২,৭২৪.১১ কোটি (গ্রামীণ সড়ক), জল জীবন মিশন প্রকল্পে ২,৫২৪.৯৯ কোটি (পানীয়জল প্রকল্প)।

এছাড়াও আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় অর্থ বন্ধ করে রাখলেও রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ৮.৭২ কোটি মানুষ সরকারি স্বাস্থ্যসুরক্ষা পান। শাসক দলের দাবি, এই তথ্য প্রমাণ সামনে চলে আসার ভয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশের সাহস দেখায় না।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র মোট ৫.৯৪ লক্ষ কোটি টাকা ট্যাক্স ডিভলিউশন হিসাবে দিয়েছে, যা ২০০৪,১৪ সময়কালের তুলনায় প্রায় ৪.৪ গুণ বেশি। তিনি জানান, এসএএসসিআই-এর আওতায় রাজ্য পেয়েছে ২৪,০০০ কোটি টাকার ৫০ বছরের সুদমুক্ত ঋণ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Soma Adhya W/o. Subrata Adhya ও Miss Soma Saha D/o. Amitava Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৪৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Dhananjay Kumar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anirudh Prasad Baidya ও Anirudh Baidya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৫৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Kumar Roy S/o. Premananda Roy ও Shamal Kr. Roy S/o. Lt. P. N. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৫৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Ananta Das ও Ananta Kr. Das S/o. Satish Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৭৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sarifa Khatun D/o. Md. Sariful Islam সাং বেনেপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে আমার সঠিক নাম Sarifa Khatun-এর পরিবর্তে Sarifa Goswami লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sarifa Khatun ও Sarifa Goswami D/o. Md. Sariful Islam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৩৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Mustafa ও Sk Mostafa S/o. Sk Fakir Mahammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/১০/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Prasenjit Ghosh ও Prosenjit Ghosh S/o. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Sabir Hussain Ansari S/o. Md Shahabuddin Ansari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. WB-BR-2013/20003/1/106 Dt. 26/04/2013), আমার মায়ের সঠিক নাম Aisha Bibi-এর পরিবর্তে Ayesha Bibi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার মাতা Aisha Bibi ও Ayesha Bibi উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Abid Hussain Ansari S/o. Md Shahabuddin Ansari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 450/04 Dt. 06/10/2004), আমার মায়ের সঠিক নাম Aisha Bibi-এর পরিবর্তে Aaisha Begum লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার মাতা Aisha Bibi ও Aaisha Begum উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Vinod Kumar Jalan, Son of Late Shyam Sundar Jalan, residing at No. 1, Burdwan Road, Alipore, Kolkata, West Bengal, Pin-700027. My name has been wrongly shown as "**Vinod Jalan** in the Votar Card and have changed my name and shall henceforth be known as **Vinod Kumar Jalan** as declared before the Learned Judicial Magistrate, Kolkata, vide Affidavit No. 255 dated 3rd December, 2025 **"Vinod Jalan"** and **"Vinod Kumar Jalan"** both are same and identical person.

I Najmul Hasan Sekh S/O- Samsur Sekh resident at Vill+P.O- Jhitkipota, P.S- Kotwali, Dist- Nadia have declare that my son Junaid Sekh's Birth certificate (Reg. No. WB-BR-2014/20059/1/436) wrongly written Junaid Sk S/O- Najibul Hasan Sk & Chaina Bibi. Junaid Sekh S/O- Najmul Hasan Sekh & Chaina Khatun Sekh and Junaid Sk S/O- Najibul Hasan Sk & Chaina Bibi both are same person vide affidavit of Notary Ranaghat, Nadia on 28/11/25.

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, দীপক ঢালী, পিতা – বিকাশ ঢালী, সাং – বিবেকানন্দ নগর, মধ্যমগ্রাম, পোঃ – পূর্ব উদয়রাজপুর, থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কোল – ৭০০১২৯, এর বাসিন্দা, বিগত ইং ০৩রা মার্চ ২০১৭ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০১২১৪ নং সাফ কোবালা দলিল আব্দুল সামাদ, পিতা – মৃত সেখ নওসের আলি এর নিকট হইতে ০১ কাঠা ৬ ছটাক জমি ক্রয় করিয়াছি। উক্ত জমি আব্দুল সামাদ, পিতা – মৃত সেখ নওসের আলি ০২রা ফেব্রুয়ারী ২০১১ সালে D.S.R.II বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০১৪১৭ নং সাফ কোবালা দলিল, ১৬ই আগষ্ট ২০১০ সালে D.S.R.II বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৬৫৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার কালু বিশ্বাস, পিতা – আব্দুল মুজিত এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। যাহার মৌজা পাটুলী, জে.এল.নং ৫৪, R.S. ও L.R. দাগ ১৫২৩, বর্তমান L.R. খতিয়ান ২৯৫। উক্ত খতিয়ান হইতে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. (Barasat-II, B.L. & L.R.O.) অফিসে আবেদন করিব। উপরিউক্ত দলিল মূলে নামপত্তনে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে খবর ছাপিবার আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. (Barasat-II, B.L. & L.R.O.) অফিসে অভিযোগ জানাতে পারেন।

দীপক ঢালী, পাটুলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি সুকুমার ভৌমিক, আমার পিতা 'মৃত পরিমল ভৌমিক' এবং 'মৃত পরিমল কান্তি ভৌমিক', পিতা-মৃত শচীন্দ্র ভৌমিক, সাং-ধুবুলিয়া ৭ নং গ্রুপ, পোঃ ও থানা-ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৩৯ নামীয় ব্যক্তিদ্বয় এক এবং অভিন্ন এবং সেই মর্মে মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া আদালত হইতে একটি হলফনামা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld. District Midnapur, Dist- Paschim Medinipur,
Ref: J.Misc. Case No.53/2022
শ্রী শ্রী রাধাবিনোদ জীউ ঠাকুরের পক্ষে সেবাইত বিষ্ণুপদ অধিকারী প্রঃ বিষ্ণুপদ গোস্বামী দীং
...............দরখাস্তকারী

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অর্ন্তগত বড়িষা গ্রামের অধিবাসী সর্ব সাধারনকে অবগত করানো যায় যে, উক্ত সাকিনের স্থায়ী বাসিন্দা অধুনা বিষ্ণুপদ অধিকারী প্রঃ বিষ্ণুপদ গোস্বামী, পিতা - ৺জগদীশ অধিকারী, নিবাস- বড়িষা, পোষ্ট- বাগনাবাড়, খানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ও আরো অনেকে শ্রী শ্রী রাধাবিনোদ জীউ ঠাকুরের পক্ষে সেবাইত, মন্দির সংস্কার করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজনে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আবশ্যক হওয়ায় তাহা জেলা জর্জ-এর অনুমতি লইবার জন্য উপরোক্ত J.Misc. Caseটি যাহার J.Misc. Case No.53/2022 দাখিল করিয়াছে, যাহার আগামী ইংরেজী 28/01/26 তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য রহিয়াছে। এতদ বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কিংবা পরবর্তী ধার্য্য দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা কোনো ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমায় আইনানুগভাবে নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- পিংলা, মৌজা- পশ্চিমচক, জে. এল নং- ২৩৭, খতিয়ান নং- ১০৯২/১, দাগ নং- ৬৬৭, ২২৫৫, মোট পরিমান- ৯২ ডেসিমল।

অনুমত্যানুসারে
Sd/- Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট জর্জ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ঞ চুঁচুড়া, হুগলী
সিভিল রিভিশন কেস নং ৩ অফ ২০২৩
রামবিলাস রজক, পিতা- শ্রী পরিচন রজক সাকিম- গোপীনগর, পোঃ- খামারচন্ডী, থানা হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৪০৫
..দরখাস্তকারী
মৃত কাশীনাথ দাস... বিবাদী।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে **রামবিলাস রজক**, পিতা- শ্রী পরিচন রজক, সাকিম- গোপীনগর, পোঃ – খামারচন্ডী, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫। বিবাদী **কাশীনাথ দাস (বর্তমানে মৃত)**, পিতা- স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র দাস, সাকিম- গোপীনগর, পোঃ ও থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৪০৫ এবং **(ক) স্বপ্না দাস, (খ) সুব্রত দাস, (গ) সোমা দাস, (ঘ) ঝুমা দাস, এবং (ঙ) সুব্রত দাস,** সকলের পিতা- স্বর্গীয় কাশীনাথ দাস, সকলের সাকিম- গোপীনগর, পোঃ-খামারচন্ডী, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫, সিভিল রিভিশন কেস নং ০৩ অফ ২০২৩ যাহা মহামান্য ডিষ্ট্রীক্ট জজ, জেলা হুগলী, চুঁচুড়ায় রহিয়াছে।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপন মারফৎ জানানো যাইতেছে যে যদি কোন বিবাদীগণ আপত্তি জানান তাহা হইলে উপরিউক্ত হুগলী জেলা ডিষ্ট্রীক্ট জজ কোর্টে উক্ত মোকর্দ্দমায় উপস্থিত হইয়া অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের অন্দরে জানাইতে পারেন।

প্রশান্ত কুমার পাকড়াশী (উকিল বাবু)
অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রীক্ট জজ কোর্ট, জেলা- হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি **শ্রী অনিল উরান** পিতা শ্রী রামু উরান, সাকিম জঙ্গলপাড়া, পুরশুড়া, হুগলী নিবাসী, আমার নামীয় বিগত ইংরাজী ০৩/০৮/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পুরশুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01513/2012 নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে খরিদা তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্পদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা পুরশুড়া, ২১ নং জে.এল. ভুক্ত, জঙ্গলপাড়া মৌজায়, এল.আর. ৭৫৭ নং খতিয়ানে ও আর.এস. ৪২৫ নং খতিয়ান হইতে এল.আর ১১৩, ২৪৫, ৫০২, ১০১৪ ও ৫৬৮ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ও হাল এল.আর ৩১১১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১০৪ শতকের মধ্যে ১.১৫ শতক, ২)সাবেক ও হাল এল.আর ৩১২৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৯ শতকের মধ্যে ১.০৪ শতক, ৩)সাবেক ও হাল এল.আর ৩১৪৫ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১২২ শতকের মধ্যে ১.৩৫ শতক, ৪)সাবেক ও হাল এল.আর ৩১৪৬ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৩৮ শতকের মধ্যে ০.৪২ শতক, ৫)সাবেক ও হাল এল.আর ৩১৬১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ০.২৪ শতক, একুনে মোট ৪.২০ শতক সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিব। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিপত্র সহ আমার সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- 7059209791) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হইলে, তা পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না। অতঃপর আমি যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করিব।

শ্রী অনিল উরান

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

জ্যোতি মাল, স্বামী - শ্রী বাপন মাল, সাকিম -২ গোপাল চন্দ্র মুখার্জ্জী ২য় বাই লেন, পোঃ- ও থানা ও জেলা- হাওড়া, পিন - ৭১১১০১, বিগত ইংরাজী ১৫/০২/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১৩০৭/২০২৩ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**জহির বক্স**, পিতা- মরহুম জাহান বক্স, সাকিম ও পোঃ- আলিপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **জহির বক্স** হুগলী ডি.এস.আর.-২ অফিসে **শ্রী রোশান কুমার**, পিতা- শ্রী ক্রান্তি শাহ, সাকিম- ২৯/১, হারালাল দাস লেন, পোঃ- বিডনস্ট্রীট, থানা- জোড়াবাগান, কলিকাতা, পিন- ৭০০০০৬, মহাশয়কে I-১৬১৩/২০২৪ নম্বর বিক্রয় দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে /১(এক) কাঠা বা ০১.৬৫ (এক দশমিক ছয় পাঁচ) শতক বিক্রয় করি।

তপশীল: জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা - ধেমুয়া, জে.এল.নং ৪০, হাল (এল.আর.) ৬৯৬ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সাবেক (আর. এস.) ৪৬৬ হাল (এল.আর.) ৬২৪ নম্বর দাগে শালি ১৲ অংশে ৩১ শতকের মধ্যে/ ১(এক) কাঠা বা ০১.৬৫ (এক দশমিক ছয় পাঁচ) শতক আমমোক্তারকনামা বলে বিক্রীত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। উক্ত সম্পত্তি বি. এল . এ্যান্ড এল . আর. ও পোলবা দাদপুর ব্লক অফিসে মিউটেশন হলে আমার কোন আপত্তি নেই।

ইতি -**জহির বক্স (আমমোক্তার)**

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
Succession Certificae
Case No. 14/2025
Arpan De & Another
..... Petitioners

এতদ্বারা সবর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **অর্পন দে**, পিতা-৺অসিত কৃষ্ণ দে, সাং- মানিকপুর, পোষ্ট-ও থানা - মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, নিবাসী তাহার মৃত কাকিমা **আরতি দে**-এর নামিত তপশীল বর্নিত সম্পত্তির জন্য **Succession Certificate** এর নিমিত্তে অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ইং **11/02/26** তারিখে সকাল ১০.০০ টার সময় আপনি স্বয়ং বা কোন উকিলবাবু মারফৎ উক্ত মোকর্দ্দমায় উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটি আইনানুগ একতরফা শুনানী হইবে।

Schedule: Vidyasagar Central Co-Op Bank Ltd. being **A/c. No. 19070**, amount of **Rs.1,07,488/-**, The Midnapore People's Co-operative Bank Ltd. **A/c. No. 1101100927** of **Rs.1,13,000/-**, UIT Dividend yield Folio Fund No. **505219940802**, of **Rs.70,000/-**

আদেশনুসারে
Barun Kr Santra (সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর, 03/12/25

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

পুনম পান্ডে, স্বামী - শ্রী দীপক চন্দ্র পান্ডে, সাকিম - ১২২ নম্বর ধর্মতলা রোড, পোঃ- ঘুসুরী, থানা- মালি পাঁচঘড়া, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০৭, বিগত ইংরাজী ২২/০৪/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-২ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৮০৯/২০২৪ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**চন্দনা সেন**, স্বামী- শ্রী অধীর সেন, সাকিম- ধেমুয়া, পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **চন্দনা সেন** হুগলী এ.ডি.এস.আর. অফিসে **রেখা দেবী**, স্বামী- শ্রী সঞ্জয় শাহ, সাকিম- ধেমুয়া, পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫ মহাশয়কে I-১৭৩৯/২০২৫ নম্বর বিক্রয় দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে/ ১(এক) কাঠা বা ০১.৬৫ (এক দশমিক ছয় পাঁচ) শতক বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা - ধেমুয়া, জে.এল নং ৪০, হাল ৯২ বর্তমান (এল.আর.) ৪১৩ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সাবেক (আর. এস.) ৭৬ হাল (এল.আর.) ১০৫ নম্বর দাগে শালি ১৲ অংশে ২০ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১০ শতক তন্মধ্যে/ ১(এক) কাঠা বা ০.১৬৫ (এক দশমিক ছয় পাঁচ) শতক আমমোক্তারকনামা বলে বিক্রীত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। উক্ত সম্পত্তি বি. এল . এ্যান্ড এল . আর. ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে মিউটেশন হলে আমার কোন আপত্তি নেই।

ইতি- **চন্দনা সেন (আমমোক্তার)**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত খড়গপুর
সাকসেশন কেশ নং ৮/২০২৫
অভিজিত চ্যাটার্জী দীং,
...দরখাস্তকারিগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত হিজলী কো-অপারেটিভ সাকিন এর সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত অসিমা চ্যাটার্জী এর থাকা নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা সমূহ পাওনের জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

(A) Schedule

Share of Hijli Co-Operative Society no 4096 to 4100 of amounting of Rs. 75 each i.e. in tital Rs. 375/-

অনুমত্যানুসারে
নুর হুদা মণ্ডল,
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
খড়গপুর

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

গত ইংরেজী ৩১.১০.২০২৩ তারিখে দেবগ্রাম ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১৩১০/২০২৩ ভলিয়ুমে ১৮৭২৮১ হইতে ১৮৭২৯০ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১০১৪২ নং একখন্ড আমমোক্তারনামা দলিল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন জন্মেজয় মন্ডল, পিতা-মহাশঙ্কর মন্ডল, সাং- পানিঘাটা, পোঃ পাগলাচন্ডী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদিয়া, পিন -৭৪১১৮১, ৩৬ নং মৌজার পানিঘাটা ৫০৭ দাগের ১৮৫২ কৃষি খতিয়ানের ০৯ শতক সম্পত্তি মহাশঙ্কর মণ্ডল, পিতা মৃত শ্যামাপদ মন্ডল, সাং- পানিঘাটা, পোঃ পাগলাচন্ডী, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া- এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন (১) গোলেমা বেগম, স্বামী- এস.এম. সিরাজউদ্দৌলা, (২) মাবুদ হাসান মহাতাবুদ্দিন, পিতা- এস.এম. সিরাজউদ্দৌলা, সাং মির্জাপুর, পোঃ পাগলাচন্ডী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৮১ ব্যক্তিগন। গত ইং ০৩.১০.২৪ তারিখে ১০৬৯৫ দলিল ADSR দেবগ্রাম অফিসে রেজিষ্টি করা হয়। উক্ত ব্যক্তিগন তাহাদের নিজ নামে উক্ত সম্পত্তি এল.আর. রেকর্ড করতে চান। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L & L.R..O. কালীগঞ্জ দেবগ্রাম অফিসে যোগাযোগ করবেন বা আপত্তি জানাইবেন। **Imrul Kayes Mondal, Advocate, Krishnagar Judges Court.**

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই ডিসেম্বর। ১৯শে অগ্রহায়ণ। শনি বার। দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ শহীদ দীনেশ গুপ্ত ও ডঃ বি আর আম্বেদকর র প্রয়াণ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এসআইআর-এর সময়সীমা আরও বাড়াতে পারে নির্বাচন কমিশন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির স্বার্থেই এসআইআর-এর সময়সীমা আরও বাড়াতে পারে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে এই সংকেত দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে; যদি কোথাও এসআইআর-এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সিইও দপ্তরকে আনুষ্ঠানিক সুপারিশ পাঠাতে হবে। সেই সুপারিশ খতিয়ে দেখে কমিশন চূড়ান্ত ভাবে সিদ্ধান্ত নেবে সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে কি না। রাজ্যে এনুমারেশন প্রায় শেষ হলেও, মৃত ভোটার শনাক্তকরণ, ডুপ্লিকেট যাচাই, ফর্ম মিলানো ও

ডিজিটাইজেশনের বিশাল কাজে এখনও চাপ রয়েছে। যদিও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এর দাবি ভোটমুখী রাজ্যে এসআইআর এর সময়সীমা আর বাড়ানোর পক্ষপাতী নন তারা। কমিশনকে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন; এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন যে সব বুথ লেভেল অফিসারের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বিএলওদের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর ঘটনাগুলি পৃথক ভাবে পর্যালোচনা করে ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

এদিকে, রাজ্যের বিএলওদের বকেয়া পারিশ্রমিকেরও আংশিক নিষ্পত্তি হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ইতিমধ্যেই নবান্নের কাছে প্রায় নয় কোটি টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে অন্তত বকেয়ার বড় অংশটি দ্রুত মেটানো যায়। চাপে থাকা বহু সংখ্যক বিএলও-লেভেল কর্মীর কাছে এই সিদ্ধান্ত কিছুটা স্বস্তি দেবে বলেই মনে করছে নির্বাচন কমিশন।

ডিমের দাম বৃদ্ধি নিয়ে নজরদারি প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ডিমের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় কড়া নজরদারির পথে হাঁটল রাজ্য সরকার। নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না-সহ কৃষি, কৃষি বিপণন ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দফতরের শীর্ষ কর্তাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বাজারদর নিয়ন্ত্রণে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর এবং বিশেষ টাস্ক ফোর্স যৌথভাবে নজরদারি চালাবে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও অসাধু ব্যবসায়ী যাতে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে না-পারে, তার জন্য পুলিশ ও টাস্ক ফোর্সকে কঠোরভাবে তৎপর থাকতে হবে। প্রশাসনের পাশাপাশি 'সুফল বাংলা'র বিপণন কৌশলেও বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। অফিস ফেরত মানুষের সুবিধার জন্য এখন থেকে ৩৫টি সুফল বাংলা কেন্দ্র সন্ধ্যাতেও খোলা থাকবে। এর মধ্যে ১৪টি কলকাতায় এবং বাকি ২১টি বিধাননগর, রাজারহাট ও উত্তর ২৪ পরগনার জনবহুল এলাকায় অবস্থিত। ন্যায্য দামে ডিম-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে সময়সূচি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রশাসন স্বস্তি দেবে বলেই মনে করছে। বর্তমানে রাজ্যে সাড়ে সাতশোর বেশি সুফল বাংলা কেন্দ্র রয়েছে। জোগান ব্যবস্থা আরও মজবুত করতে চলতি মাসের শেষে আরও ৫০টি ভ্রাম্যমাণ গাড়ি নামানো হবে বলেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের পোল্ট্রি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মদন মাইতি জানান, ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির জেরে ডিমের দাম আট টাকার ঘরে আটকে রাখা সম্ভব হয়েছে, নইলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হতে পারত। তাঁর দাবি, গত বছর যেখানে গড় দাম ছিল ৫ টাকা ৬৫ পয়সা, সেখানে ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ টাকা ৭৪ পয়সায়। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই বাজার বিশ্লেষণ শুরু করেছে প্রশাসন। প্রাথমিক পর্যালোচনা বলছে, পোল্ট্রি শিল্পে গভীর সংকট তৈরি হয়েছে, আর তার মূল কারণ হাঁস-মুরগির খাদ্যের আকাশছোঁয়া দাম। রাজ্যে ভুট্টা চাষ বাড়লেও তার সুফল পোল্ট্রি শিল্প পুরোপুরি পাচ্ছে না, কারণ উৎপাদিত ভুট্টার বড় অংশ ইথানল তৈরির কারখানায় চলে যাচ্ছে।

শাওমি ইন্ডিয়া নিয়ে এল রেডমি ১৫সি ৫জি

কলকাতা: শাওমি ইন্ডিয়া রেডমি ১৫সি ৫জি স্মার্টফোন বাজারে নিয়ে এল, যা উন্নত ডিজাইন, ১৭.৫৩ সেমির বিশাল ইমার্সিভ ডিসপ্লে এবং সারাদিন নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স দেবে গ্রাহকদের। যাঁরা কাজ ও বিনোদনের মাঝে অনায়াসে সুইচ করেন এই স্মার্টফোন তাঁদের জন্য আদর্শ। রেডমি মার্কেটিং-এর সহযোগী পরিচালক ঋত্বিক খুরানা বলেন, রেডমি ১৫সি-এর মাধ্যমে, আমরা সকলের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অব্যাহত রেখেছি। এই লঞ্চটি আধুনিক ডিজাইন এবং অর্থপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতের পদক্ষেপ যা দৈনন্দিন স্মার্টফোনের অভিজ্ঞতাকে সত্যিকার অর্থে উন্নত করবে।

ডেঙ্গুর গ্রাফ নিম্নমুখী হলেও সতর্ক পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে ডেঙ্গুর গ্রাফ নিম্নমুখী। তবে এই গ্রাফ দেখে মোটেই সন্তুষ্ট থাকতে রাজি নয় কলকাতা পুরসভা। ফলে শীতের সকালেও ডেঙ্গু মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভা।কারণ, আবহাওয়া ঠান্ডা হলেও 'মাদার ফসি'; অর্থাৎ মশার বংশবিস্তারের মাতৃকেন্দ্রগুলো এখনও কলকাতার জন্য বড় চিন্তার কারণ। আর সেই কারণেই আগামী তিন মাস জুড়ে এই গোপন লার্ভা-আশ্রয়স্থলগুলিতেই নজরদারি চালানো পাখির চোখ করেছে কলকাতা পুরসভা।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, গত সপ্তাহে শহরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১২২-এ নেমে এসেছে। সংক্রমণ আগের থেকে কমলেওস্বাস্থ্যকর্তাদের আশঙ্কা, সামান্য অবহেলায় শীতের মধ্যেও লুকিয়ে থাকা এডিস মশা আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে নির্মাণাধীন বাড়ির কোনায় জমে থাকা জল, পরিত্যক্ত টব, ছাদের ট্যাঙ্ক বা পুরনো ড্রাম এই জায়গাগুলিই শীতের মরশুমে 'মাদার ফসি' তৈরি হওয়ার সবচেয়ে সম্ভাব্য স্থান।

শহরজুড়ে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। পুরসভার টিম নিয়মিত জল অপসারণ, লার্ভা ধ্বংস, নির্মাণস্থল পরিদর্শন এবং ওয়ার্ডভিত্তিক সচেতনতা অভিযান চালাচ্ছে। নাগরিকদেরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে কঠোর দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে।

স্কুলে পরীক্ষার দিন দেখে রাসমেলার সময় ঠিক করে সারেঙ্গা কালীবাড়ি কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কার্তিক পূর্ণিমার দিন নিয়ম মেনে পূজা হলেও রাসমেলার দিন নির্ধারণে গত এক দশক ধরে এক অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করছে সাঁকরাইলের সারেঙ্গা রথতলা শ্মশান কালীবাড়ি কমিটি। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূচিকে মাথায় রেখেই ঠিক হয় মেলা শুরুর দিন; কমিটির এই সামাজিক মনোভাবই এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ বছর মেলা শুরু হয়েছে ৩০ নভেম্বর, রবিবার। আয়োজকদের মতে, রাসমেলার মূল আকর্ষণ ছোটরাই। তাই তাঁদের পড়াশোনায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটলেই মেলার আসল উদ্দেশ্য সফল হয়। কমিটির সভাপতি দীপক পর্বতের কথায়, শিশুরাই এই মেলার প্রাণ। পরীক্ষার ঠিক মাঝখানে মেলা বসলে তাঁদের মনোযোগ নষ্ট হয়। তাই পূজা নির্দিষ্ট দিনে হলেও মেলা আমরা পিছিয়ে দিই। আশপাশের স্কুলগুলোর পরীক্ষা শেষ হলেই উপযুক্ত রবিবারে মেলার সূচনা করা হয়।

৪১ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী এই মেলায় গত ১০ বছর ধরে অনুসৃত হচ্ছে পরীক্ষা-নির্ভর এই নতুন পরিকল্পনা। প্রতি বছর কমিটির সদস্যরা নিকটবর্তী বিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে বার্ষিক পরীক্ষা শুরুর ও শেষ হওয়ার সময় জেনে তবেই মেলার তারিখ চূড়ান্ত করেন। মাসব্যাপী এই মেলাকে কেন্দ্র করে রঙিন আবহ তৈরি হয় সারেঙ্গা অঞ্চলে। পড়ুয়ারা মনে করে, পরীক্ষার সময়ের চাপ কমায় এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কার্যকর। অভিভাবকরাও আশ্বস্ত। কারণ চতুর্থ থেকে নবম শ্রেণির পরীক্ষা সাধারণত এই সময়েই হয়, ফলে আগে পড়াশোনা ও মেলায় যাওয়ার টানাপোড়েন তৈরি হত।

এক অভিভাবকের কথায়, আগে পরীক্ষা চলাকালীনই মেলা বসত। ওরা পড়ায় মন রাখতে পারত না, আমাদেরও দুশ্চিন্তা বাড়ত। এখন পরীক্ষা শেষ হতেই মেলা শুরু হয়; সবাই নিশ্চিন্তে আনন্দ করতে পারে। ধর্মীয় আচার ঠিক রেখে, শিশুদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে মেলার দিন পিছিয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগকে স্থানীয়রা সামাজিক দায়বদ্ধতার উদাহরণ হিসাবে দেখছেন। তাদের ভাষায়, রাসমেলা আমাদের গ্রামের একতা ও আনন্দের উৎস।

মালদার আদিনাথ মন্দির নিয়ে ঐতিহাসিক দলিল তুলে সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার রাজ্যসভায় মালদা জেলার আদিনাথ মন্দির-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নথি ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র বক্তব্য রাখলেন রাজ্যসভার সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি দাবি করেন, এই স্থাপনার ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে এবং মন্দিরের প্রামাণ্য নিদর্শনগুলি পদ্ধতিগতভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে।

শমীক ভট্টাচার্য জানান, মালদার পাণ্ডুয়ার আদিনাথ মন্দির ঘিরে কোনও ধর্মীয় বিরোধ বা সম্প্রদায়ভিত্তিক দ্বন্দ্ব অতীতে কখনও ছিল না। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জীতু সাঁওতাল নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এই মন্দির পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে। সন্ন্যাসী দলের সহায়তায় তিনি মন্দির রক্ষার লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছিলেন; এই ঘটনা নথিভুক্ত বলে দাবি করেন সাংসদ।

তিনি আরও বলেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ জে. ডি. বেগলার এবং মালদার তৎকালীন কালেক্টর জে. এইচ. রেভিনশ; ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৭ সময়কালে; মন্দিরের স্থাপত্য, নিদর্শন ও উৎস সম্পর্কিত প্রমাণগুলি সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই নথিতেই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে এটি একটি হিন্দু মন্দির। কিন্তু বর্তমান সময়ে, সাংসদের অভিযোগ; মন্দির প্রাঙ্গণের মূর্তি ও প্রত্ননিদর্শনে হামলা হচ্ছে, গণেশ মূর্তিতে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, এমনকী মূর্তিকে 'অসুরের প্রতীক' বলে অপমান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই ধরনের আক্রমণ কতদিন সহ্য করা হবে? ইতিহাস ধ্বংস করার অধিকার কারও নেই। শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, আদিনাথ মন্দিরের ভৌতচিহ্ন; পদ্ম অলঙ্করণ, যোনীপীঠ, শিবলিঙ্গ, দেবীমূর্তির প্রতীক; সবই ধীরে ধীরে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের এগিয়ে এসে এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করা উচিত। একই সঙ্গে তিনি কাটরা মসজিদ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনার উদাহরণ টেনে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কয়েক দশক ধরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকৃতির প্রবণতা বেড়েছে। তিনি বলেন, আদিনাথ মন্দিরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া উচিত, প্রয়োজনে এটিকে 'টিকিটেড মনুমেন্ট' ঘোষণারও দাবি তোলেন তিনি। এ সময় জীতু সাঁওতালের আত্মবলিদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মালদা ও পাণ্ডুয়ার মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষাকে মুছে দেওয়া যাবে না। কোনও অবস্থাতেই মন্দিরের জায়গায় নতুন কোনও বিতর্কিত স্থাপনা তৈরি হতে দেওয়া হবে না।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার

কোচবিহার সফরে মমতা

■ সোমবার দু'দিনের কোচবিহার সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রের খবর, কোচবিহারে পৌঁছেই জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। প্রশাসনিক বৈঠকের যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা কর্তৃপক্ষকে। পরের দিন মঙ্গলবার রাসমেলা ময়দানে রাজনৈতিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেদিনই কলকাতায় ফিরে আসার কথা তাঁর। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া। এই আবহে কোচবিহারের সফরকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে শাসক দল। কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের দিকে বাড়তি নজর রাখছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দীর্ঘদিন পর রাসমেলা ময়দানে সভা করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা তৃণমূল ইতিমধ্যেই মঞ্চ, মাইক, জনসমাগম; সবকিছুর প্রস্তুতি শুরু করেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বেশ কিছু জনগোষ্ঠীর নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় না-ও থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কমিশন তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত নথি চাইতে পারে। নথি দেখাতে ব্যর্থ হলে খসড়া তালিকায় নাম না-ও উঠতে পারে; এমন আশঙ্কা রয়েছে। এতে মতুয়া, রাজবংশী-সহ বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নাম বাদ পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী বারবার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, বৈধ ভোটারদের ক্ষেত্রে কোনও অন্যায় হতে দেবেন না।

জমিজটে আটকে অনুমোদন

■ প্রায় পাঁচ দশক আগে শুরু হওয়া কলকাতা মেট্রো প্রকল্পে এখনও বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ আটকে রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ, অনুমোদন ও অবকাঠামোগত জটিলতায়। লোকসভায় লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, বর্তমানে চারটি করিডর মিলিয়ে ৫২ কিলোমিটার নির্মাণাধীন রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২০ কিলোমিটার কাজ রাজ্য সরকারের অনুমোদন-সংক্রান্ত সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে থমকে আছে। জোকা,এসপ্লানেড করিডরের খিদিরপুর ও বিসি রায় মার্কেট অঞ্চলে প্রয়োজনীয় জমি, দোকান স্থানান্তর ও ইউটিলিটি শিফটিংয়ের অনুমোদন পেতে কয়েক বছর সময় লেগেছে। নিউ গড়িয়া, এয়ারপোর্ট লাইনে চিংড়িঘাটা মোড়ে রাতের ট্রাফিক পরিবর্তনের ছাড়পত্র ১০ মাস ধরেও মেলেনি। একইভাবে নোয়াপাড়া, বারাসাত অংশে ব্যাপক জমি অধিগ্রহণ ও দখলদারি সরানোর কাজ দীর্ঘদিন অগ্রসর হয়নি। বারানগর, ব্যারাকপুর লাইনে পাইপলাইন সরানোর কাজ এক দশক আগে শেষ হলেও এখনও রাজ্যের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট অপেক্ষাধীন।

ক্ষোভ শমীক ভট্টাচার্যের

■ মন্দারমণি সমুদ্রতটে বেআইনি রিসোর্ট ও হোটেল নির্মাণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এবার সংসদে তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যসভায় তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের বক্তব্যে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য; দুই বছর পার হলেও অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ কার্যকর হয়নি। শমীক ভট্টাচার্য জানান, ২০২২ সালের ২ মে জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি) মন্দারমণিতে আইনবহির্ভূত রিসোর্ট, হোটেল ও রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে কঠোর নির্দেশ দেয়। এনজিটির আদেশ অনুযায়ী গঠিত হয় একটি যৌথ কমিটি; যেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল জাতীয় ও রাজ্য কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন।

রোল নম্বর, বাবার নাম-সহ ৩৫১২ দাগির তালিকা প্রকাশ এসএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩৫১২ জনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। নামের পাশাপাশি রোল নম্বর ও কোন পদের জন্য তাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের অভিভাবকের নাম ও জন্মতারিখ উল্লেখ করে শুক্রবার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয় এসএসসি ওয়েবসাইটে।

এদিকে এর আগে এসএসসি অর্থাৎ স্কুল সার্ভিস কমিশন-র গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র ৭, ২৯৩ জন দাগির তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই তালিকায় দাগিদের বিষয়ে সব তথ্যও প্রকাশ করতে হবে। থাকতে হবে রোল নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানা। এসএসসি ইতিমধ্যে ৩,৫১২ জন দাগির তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে আদালত কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ তালিকা চায়। আদালত এও জানিয়েছে, এই মামলার নিষ্পত্তির ওপরেই নির্ভর করবে গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সি নিয়োগ প্রক্রিয়া।

গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি প্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ ছিল যে এসএসসি দাগি হিসেবে ৩, ৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করলেও সুপ্রিম কোর্টে

তাঁরা জানিয়েছে দাগির সংখ্যা ৭,২৯৩। বিচারপতি অমৃতা সিংহের নির্দেশ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শিক্ষাকর্মীদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে স্পষ্ট করে দাগিদের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এই ৭,২৯৩ প্রার্থীর বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে নতুন করে তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এসএসসি-কে। বুধবার গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন। সেখানে আদালত হস্তক্ষেপ করছে না।

প্রসঙ্গত, এসএসসি-র গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। আবেদনকারীদের দাবি, তাঁদের নাম যোগ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বদলে তাঁদের নাম অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

আবেদনকারীদের দাবি, তাঁরা ক্যাটাগরাইজেশন অনুযায়ী দাগি প্রার্থী নন। বুধবার ছিল গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পদে আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখ। তাই জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি চেয়ে বিচারপতি সিংহের এজলাসে মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়েছিলেন আবেদনকারীর আইনজীবী।

রবিতে ব্রিগেডে মহাগীতাপাঠ

ধর্মীয় আয়োজনে আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজধানীর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আসন্ন ধর্মীয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে নতুন করে সরব হল আধ্যাত্মিক মহল। আগামী ৭ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক গণ গীতা পাঠের জন্য প্রস্তুত কলকাতা। আগামী রবিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত বিশাল অনুষ্ঠানে পাঁচ লক্ষ মানুষ সম্মিলিতভাবে গীতা পাঠ করবেন। শুক্রবার আয়োজকদের পক্ষ থেকে হওয়া সাংবাদিক সম্মেলনে অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিকল্পনা তুলে ধরেন কার্তিক মহারাজ।

তিনি জানান, রাজ্য সরকারের প্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যের কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্যের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকলে এই আয়োজন আরও মর্যাদা পাবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এত বড় ধর্মীয় জমায়েত ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে। এ বিষয়ে কার্তিক মহারাজের পরিষ্কার দাবি; এই উদ্যোগের সঙ্গে ভোট-রাজনীতির কোনও যোগ নেই। তিনি বলেন, সমাজে যে মানসিক অস্থিরতা এবং নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে, তার উত্তরণে আধ্যাত্মিক শিক্ষাই একমাত্র পথ। সেই ভাবনা থেকেই গীতাপাঠের আয়োজন। কার্তিক মহারাজ আরও জানান, বহু শতাব্দী ধরে বাংলার মাটি সাধনা, সংস্কৃতি ও মানবতার

মিলনক্ষেত্র। বিভিন্ন মঠ, আশ্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সম্মিলিত সহযোগিতায় বৃহৎ আয়োজনটির প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের আশা, গীতার বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে ভেদাভেদ ভুলে মানুষের মধ্যে নতুন করে সম্প্রীতি ও মূল্যবোধের বার্তা পৌঁছে যাবে। আয়োজকদের মতে, এটি ভারতের বৃহত্তম গীতা পাঠ অনুষ্ঠান। এর আগে নবদ্বীপ, কলকাতা এবং শিলিগুড়িতে সফল গীতা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার অসম, ত্রিপুরা, দিল্লি, বিহার এবং ওড়িশা সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে মানুষ উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। নেপাল এবং বাংলাদেশ থেকেও সাধু এবং গীতা প্রেমীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন গীতা মনীষী মহামণ্ডলের প্রধান, স্বামী জ্ঞানানন্দজি মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকছেন পদ্মভূষণ সাধ্বী ঋতম্বরা। উপস্থিত থাকবেন যোগগুরু বাবা রামদেব এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন বাগেশ্বরধামের ধর্মপ্রচারক ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী।

সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান। আয়োজকদের বক্তব্য; ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড জুড়ে একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে যখন গীতার শ্লোক ধ্বনিত হবে, তখন তা শুধু রেকর্ড নয়, নতুন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের জন্ম দেবে। এর আগে সোমবার শহরে একটি বিশাল কলস যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গত কয়েক দিন ধরে প্রস্তুতি চলছে।

গুলশন কলোনিতে রংয়ের দোকানে আগুন, পৌঁছয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের আগুন আনন্দপুরের গুলশন কলোনিতে। স্থানীয় একটি প্লাস্টিকের গুদামে এই আগুন লাগে। আগুনের খবর পেতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ করেন দমকল কর্মীরা। পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করেন স্থানীয়রাও। এরপর প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় রঙের গুদাম। পাশে থাকা একটি নির্মীয়মাণ আবাসনের দেওয়াল আগুনে কালো হয়ে গিয়েছে।

শুক্রবার ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১০টা। আচমকা গুলশন কলোনির একটি রঙের গোডাউনে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। ওই গুদামের উপরেই রয়েছে আবাসন। সেখানে বাস বেশ কয়েকজনের। তাই আগুন লাগার পরই বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে।গুদামে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন লেলিহান গ্রাস করে গোটা গুদামকে। একইসঙ্গে কালো ধোঁয়ায় ঢাকে এলাকার আকাশ। আগুন লাগার খবর পেতেই দ্রুত দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এরপর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বাড়ানো হতে থাকে দমকলের সংখ্যা। ৮টি ইঞ্জিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি স্থানীয়দেরও দেখা যায় বালি এবং জল দিয়ে আগুন নেভানোতে। প্রায় ঘণ্টাদেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। রঙের গুদামে থাকা সমস্ত মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে জানানা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, শট সার্কিট থেকেই আগুন ছড়িয়েছে বলে মনে করছেন দমকল কর্মীরা।

এর আগেও একাধিকবার গুলশন কলোনিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গত অগস্টে একটি কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় সেখানে দমকল পৌঁছতে পারেনি। তাতে ক্ষুব্ধ হন স্থানীয়রা। এদিনও সেই একই সমস্যার মুখোমুখি হন দমকল কর্মীরা। ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন নেভানোই যেন বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তাঁদের কাছে। তবে ঘণ্টাদেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

খোশমেজাজে...। ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

সুজিত বসুর ছেলে একশো কোটি মূল্যের ধাবা চালায়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফের ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নিশানায় রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, আগে সুজিত বসু ফুটপাতে এগরোলের দোকান চালাতেন। এখন তাঁর ছেলে একশো কোটি টাকা মূল্যের ধাবা চালায়। দমকল মন্ত্রীর এই বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপির নেতা অর্জুন সিং। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকেও আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, ফিরহাদ হাকিমের মেয়ে দুবাইতে তিন-চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, কলকাতায় যতগুলো কলসেন্টার চলছে। সেই কলসেন্টারগুলো চালাচ্ছেন অভিষেক ব্যানার্জি এবং ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু যাঁরা চুনোপুঁটি কলসেন্টার চালায়। তাঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন বাদে তাঁরা আবার ছাড়াও পেয়ে যায়। কিন্তু রাঘববোয়ালদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয় না। প্রসঙ্গত, এদিন সকালে ইএম বাইপাস সংলগ্ন আনন্দপুরের গুলশান কলোনিতে রঙের গুদামে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই আগুন নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগুন লাগে কলকাতায়। তাঁর অভিযোগ, কলকাতায় বড় বড় বিল্ডিংয়ের অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক ছাড়পত্র দেয় দমকল বিভাগ। পয়সার বিনিময়ে বিল্ডিংয়ের নকশার অনুমোদন দেয় ফিরহাদ হাকিম এবং সুজিত বসু বিল্ডিংয়ের অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক ছাড়পত্রের শংসাপত্র দেয়। সেই টাকা তুলে ওঁরা মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জির কাছে পাঠায়। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, গুলশান কলোনি ও মেটিয়াবুরুজে ৯৯ শতাংশ বেআইনি নির্মাণ উ কার্য হয়। ওখানে বেআইনিভাবে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

ওয়াটার হারভেস্টিংয়ের নয়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার ভূগর্ভে রেন ওয়াটার হারভেস্টিংর সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার। এতদিন বহুতলের ছাদে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং করা হত। ফলে কলকাতা পুরসভার এই পদক্ষেপ যে অভিনব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডের প্রায় ৯০টি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে বর্ষার সময় বিপুল পরিমাণ জল জমে সেইসব জায়গায় 'রেন ওয়াটার হারভেস্টিং' হবে। পুর নিকাশি বিভাগ ইতিমধ্যেই সমীক্ষা সম্পূর্ণ করেছে বলে খবর। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, পূর্ব ভারতের মধ্যে কলকাতা পুরসভাই প্রথম এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মাটির ১০ মিটার নিচে পৃথক দু'টি চেম্বারে বর্ষার জল জমিয়ে পরিশ্রুত করে পরে তা আবার প্রকৃতিতেই ফিরে যাবে। ফলে দু'ভাবে লাভবান হবে কলকাতা। প্রথমত, নিচু এলাকায় বর্ষার জল কিছুটা হলেও সামাল দেওয়া যাবে। দ্বিতীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যুগের পর যুগ ধরে কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় ডিপ টিউবওয়েলে জল তোলা হত। এখনও সংলগ্ন এলাকার কয়েকটি ওয়ার্ড পাম্পের জলের উপর নির্ভর করে। ফলে মাটির ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমতে শুরু করেছে। এমনকী আর্সেনিকের প্রকোপ নিয়েও বিভিন্ন সময় উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেছে বিশেষজ্ঞদের। রেন ওয়াটার হারভেস্টিংয়ের ফলে বৃষ্টির জল মাটিতে মিশলে সেই সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হবে। জলস্তর ক্রমশ বাড়বে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার এক কর্তা জানান, উত্তর কলকাতার বাগবাজার বা আমহার্স্ট স্ট্রিট বা দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, চেতলা, কালীঘাট, জাজেস কোর্ট রোড-সহ গার্ডেনরিচ জল উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্রের মধ্যেই এই প্রকল্প করার জন্য জায়গা চিহ্নিত করার কাজ হয়েছে। এখানে মাটির উপরে একটি খোলা পাইপ থাকবে। সেই পাইপ দিয়ে বর্ষার জল মাটির অন্তত ১০ মিটার নিচে ৭ফুট লম্বা ও সাড়ে চার ফুট চওড়া চেম্বারে জমা হবে। অপরিশ্রুত জল থিতিয়ে গেলে পাশের মাইক্রো চেম্বারে পাঠানো হবে। দ্বিতীয় দফায় পরিশ্রুত হওয়ার পর সেই জল মাটিতেই মিশে যাবে।

সফটওয়্যারের সাহায্যে বেরিয়ে আসছে ভোটার তালিকার নানা অসংগতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু হওয়া মাত্রই রাজ্যের বিভিন্ন বুথ থেকে আসতে শুরু করেছে অস্বস্তিকর তথ্য। বহুদিনের জমাট সন্দেহ যেন এবার সত্যি হয়ে ধরা দিচ্ছে; অনেক তালিকায় এমন সব নাম ঘাঁপটি মেরে আছে, যাদের আর ভোট দেওয়ার কথা নয়, বা যাদের থাকা উচিতই নয়। কমিশনের আধিকারিকরা প্রতিদিন বুথ ধরে ধরে যাচাই করছেন আর তালিকার ভাঁজে লুকোনো বিচিত্র সব ভুল উঠে আসছে এক এক করে। সবচেয়ে বড় বিস্ময়, বহু বছর আগে প্রয়াত হওয়া মানুষের নাম এখনও প্রামাণ্য ভোটারের মতোই তালিকায় টিকে আছে। কোনও পরিবার নিজের দায়িত্বে জানায়নি, কোথাও বা তথ্য সংগ্রহে ত্রুটি; ফলত বছরের পর বছর ধরে এই নিঃশব্দ নামগুলি বুথে বুথে পড়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মৃত্যুবরণ করা মানুষের নামও বাদ যায়নি; গত কয়েক মাসের মৃত্যুর নোটিফিকেশন ঠিকমতো জমা না পড়ায় তাঁরাও রয়ে গিয়েছেন আগের জায়গায়। আরও একটি সমস্যার ছবি স্পষ্ট হচ্ছে; যাঁরা পুরনো ঠিকানা ছেড়ে অনেক আগেই অন্যত্র গিয়েছেন, তাঁদের নামও এখনও আগের এলাকার তালিকা থেকে সরানো হয়নি। এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসবাস শুরু করলেও পুরনো ঠিকানায় তাঁদের চিহ্ন অক্ষত। এই ধরনের নাম পূর্বে নানা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে অভিজ্ঞ রাজনৈতিক কর্মীরা স্বীকার করেন বেসরকারিভাবে। একই ব্যক্তির একাধিক তালিকাভুক্তি আরও জটিল করে তুলেছে গোটা প্রক্রিয়াকে। কোথাও একই ব্যক্তির দুটি ভোটার নম্বর, কোথাও বা দু'টি আলাদা বুথে একই তথ্য; এমন অসংগতিও ধরা পড়ছে সফটওয়্যারের সাহায্যে। কিছু ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির নাম আবার বিভিন্ন কেন্দ্রেও পাওয়া যাচ্ছে। আর আছে এমন ভোটার, যাঁরা কর্মসূত্রে অন্যে রাজ্যে থাকেন ঠিকই, কিন্তু নিজের রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকেও নাম তোলেননি। ফলে তাঁরা যুক্ত হয়েছেন দুই তালিকাতেই; যা নিয়মবিরুদ্ধ।

অসুস্থ ভাইয়ের চিকিৎসা ও ঋণ মেটানোর নামে টাকা তুলতেন আখতার আলি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসুস্থ ভাইয়ের চিকিৎসা ও ঋণের টাকা মেটানোর নাম করে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা তোলেন আখতার আলি। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার চার্জশিটে এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। একই সঙ্গে চার্জশিটে সিবিআইয়ের দাবি, 'ঘুষ ও কাটমানি'র যাবতীয় টাকা স্ত্রীর অ্যাকাউন্টেই পাঠাতেন আখতার আলি। আখতারের বিরুদ্ধে পেশ করা চার্জশিটে তিনি কাশ্মীরি বেগমের অ্যাকাউন্টে বেশ কয়েক দফায় টাকা পাঠিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেছে সিবিআই। সিবিআইয়ের দাবি, এই কাশ্মীরি বেগমই আখতার আলির স্ত্রী।

এদিকে, সিবিআইয়ের দাবি, সন্দীপ ঘোষ ও আখতার আলির মধ্যে ছিল অত্যন্ত বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু সংঘাত শুরু হতেই সন্দীপ ঘোষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করেন আখতার আলি। আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির চার্জশিটে সিবিআই স্পষ্ট জানিয়েছে যে, যখনই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির 'সংঘর্ষ' তথা দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তখনই তিনি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে সন্দীপ ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করেন। ইতিমধ্যেই সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর চারজন ঘনিষ্ঠকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। অথচ এই আখতার নিজেই কীভাবে সন্দীপ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ ভেন্ডরদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন, সে তথ্যও সিবিআই এই চার্জশিটে তুলে ধরেছে।

গত সোমবার আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আখতার আলি ও শশীকান্ত চন্দকের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। চার্জশিট অনুযায়ী, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সন্দীপ ঘোষ যোগ দেওয়ার অনেক আগে থেকেই অন্য ভেন্ডরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আখতার আলি টাকা তুলতে শুরু করেছিলেন। একটি বেসরকারি সংস্থার কর্তার কাছ থেকে জোর করে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। ওই টাকা ব্যাংকের লেনদেনের মাধ্যমে ওই ব্যবসায়ী আখতারের স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে পাঠান। সন্দীপ ঘোষ

অভিযোগ চার্জশিটে

আরজি করে যোগ দেওয়ার আগেই সামগ্রিক দুর্নীতির 'উপাদান' ছিলেন আখতার আলি। সন্দীপ ঘোষ আরজি করের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেওয়ার পর আখতার আলি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে নিজের অফিসেই দুই ভেন্ডর বিপ্লব সিংহ ও সুমন হাজরার সঙ্গে মিলে 'কোটেশন' সংক্রান্ত দুর্নীতি করেন। তার বদলে সন্দীপের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই আখতার আলি সুবিধা নেন।

চার্জশিটে এও উল্লেখ করা হয়েছে, একটি বেসরকারি সংস্থা ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ২০২০ সাল থেকেই আরজি করে মেডিক্যাল সামগ্রী সরবরাহ করত। ওই সংস্থাটিকে আখতার আলি ৪ কোটি ১৪ লাখ টাকার বরাত দেন। ওই সংস্থার মালিক সিবিআইকে জানান, আখতারের জন্যই তাঁর টাকা পাওয়ার রাস্তা মসৃণ হয়ে যায়। ওই টেন্ডারের বদলে অসুস্থ ভাইয়ের চিকিৎসা ও ঋণ মেটানোর নাম করে আখতার ব্যবসায়ীকে ২ লাখ ৩৯ হাজার টাকা দিতে বলেন। ওই টাকা ব্যবসায়ী একটি বেসরকারি ব্যাংকে কয়েক দফায় আখতারের স্ত্রীর নামে পাঠান। ওই টাকা আখতার তাঁকে আর ফেরত দেননি। এছাড়াও এক ব্যবসায়ী আখতার আলি ও তাঁর পরিবারের ভ্রমণের জন্য ১ লাখ ৪৯ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। ওই ব্যবসায়ীর সংস্থার নামে ভুয়া কোটেশন তৈরি করা হয়েছিল। এই দুর্নীতিতেও দুই ভেন্ডর বিপ্লব সিংহ ও সুমন হাজরা জড়িত ছিলেন বলে চার্জশিটে জানিয়েছে সিবিআই।

সম্পাদকীয়

প্রতিদিন প্রমাণ করছে, কতটা প্রয়োজন ছিল এসআইআর

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আপাতত জোরকদমে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। বিরোধীদের কথা অনুযায়ী এর পিছনে বা সামনে রয়েছে নানা রাজনৈতিক ছলচাতুরি। সে নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে, তা থাক। তবে যে বিতর্কই থাকুক না কেন যতদিন যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের অন্দরমহল থেকে উঠে আসা তথ্য-পরিসংখ্যান প্রমাণ করে দিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য ঠিক কতটা প্রয়োজন ছিল এসআইআর। আগামী ১১ ডিসেম্বর এন্যুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষদিন। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। অর্থাৎ সংশোধন পর্ব এখন কার্যত শেষের দিকে। এই পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে যে তথ্য মিলছে তাতেই আক্কেল গুড়ুম বঙ্গবাসীর। এসব দেখেশুনে আম জনতার মুখে একটাই কথা, এতদিন কেন করা হয়নি এসআইআর? কিন্তু কেন আসছে একথা? তাহলে চলুন একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সর্বশেষ বুলেটিনে। কমিশনের তথ্য বলছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে ৫২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৬৩ জন ভোটার। এর মধ্যে মৃত ২৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৫ জন। স্থানান্তরিত ভোটার ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩০২ জন। নিখোঁজ ভোটার ৯ লক্ষ ৪২ হাজার ১৬২ জন। ডুপ্লিকেট বা ভুয়ো ভোটার ১ লক্ষ ২২ হাজার ৩০৩ জন। আরও ৩১ হাজার ৮০১ জন ভোটার বাদ পড়েছেন, যাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি। কমিশন তাঁদের 'অন্যান্য' বলে উল্লেখ করেছে। এখানেই শেষ যাঁরা ভাবছেন, তাঁদের জন্য কমিশন জানিয়েছে, এই সংখ্যা আগামী কয়েকদিনে আরও বাড়তে পারে। ফলে এখন স্পষ্ট। কতটা গোঁজামিল ছিল বাংলার ভোটার তালিকায়। আর বলাই বাহুল্যে, প্রতিটি নির্বাচনে এর 'ডিভিডেন্ট' পেয়েছে মূলত শাসকদল।কারণ, ময়দানে তাঁরাই থাকে দলে ভারী। আগে সিপিএম। এখন, এখন তৃণমূল, সবাই চেটেপুটে 'গণতন্ত্র'-এর এই প্রসাদ খেয়েছে। ফলে এখন যদি তাঁদের গায়ে জ্বালা ধরে সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

শব্দছক ৫

রবি দাস

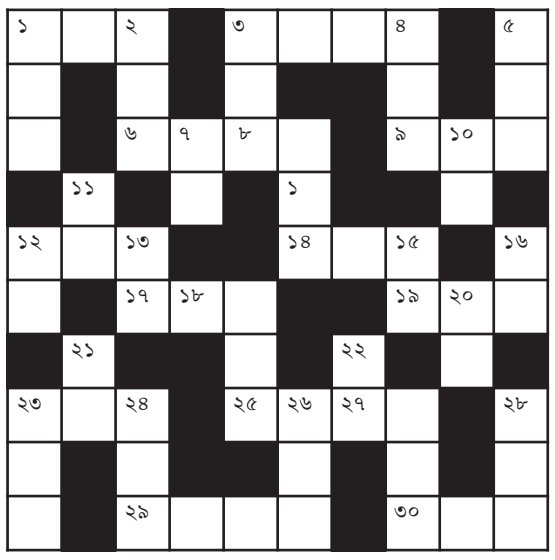

পাশাপাশি: ১. নবীন ৩. মনের দ্বিচারণ ৬. চাকরবৃত্তি ৯. প্রকার ১২. সর্পপ্রজাতি ১৪. রাত্রি ১৭. প্রশংসা ১৯. ধোপা ২৩. অস্থায়ী আস্তানা ২৫. পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ২৯. বিভিন্ন সাজসজ্জা ৩০. কাজল

ওপর-নিচ: ১. দৃষ্টি ২. চোখ ৩. সুঠাম ৪. জলযানের বিরতি ৫. কৃষ্ণসখা ৭. মেয়ে ৮. পহেলগাঁওয়ে নদী ১০. স্বপ্ন ১১. হৃদয় ১২. রাজার মন্ত্রণাদাতা ১৩. লতিয়ে চলে ১৫. জল ১৬. মাছ শিকারী সাদা পক্ষী ১৮. প্রধান প্রবেশদ্বার ২০. জিৎ ২১. সূর্য ২২. চক্র ২৩. হিম ২৪. প্রচার ২৬. রাবণ ২৭. মহল্লা ২৮. মার্জার

সমাধান ৪ — পাশাপাশি: ২. দিগন্ত ৪. ভদ্র ৫. দলিত ৮. কামান ৯. দশা ১১. বলশালি ১২. রনীতা ১৪. মরা ১৫. লিচু ১৬. ত্রিশঙ্কু ১৮. হিমশিম ২২. মহা ২২. দাদরা ২৪. রণিত ২৫. কায়া ২৬. বনজ

ওপর-নিচ : ১. বেদম ৩. গতকাল ৪. ভগ্নদশা ৬. তরঙ্গিনী ৭. নবরাত্রি ১০. শালি ১৩. তালিমদাতা ১৭. শশধর ১৮. হিম ১৯. মহালয়া ২০. সারাহান ২৩. গতর

আজকের দিন

■ **১৯৫৬** — ভারতীয় সংবিধানের স্থপতি বিআর আম্বেদকরের মৃত্যু। ৬ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী বা মহাপরিনির্বাণ দিবসহিসেবে পালিত হয়।

■ **১৯৯২** — হিন্দু জাতীয়তাবাদী করসেবকরা অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙে দেয়, যার ফলে ভারতজুড়ে সহিংসতা ও দাঙ্গা শুরু হয় এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যায়।

■ **২০১৭**— ট্রাম্প প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

জন্মদিন

জশপ্রীত বুমরাহ

- **১৯৪৫** *বিশিষ্ট চিত্র নির্দেশক শেখর কাপুরের জন্মদিন।*
- **১৯৮৮** *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবীন্দ্র জাদেজার জন্মদিন।*
- **১৯৯৩** *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জশপ্রীত বুমরাহর জন্মদিন।*

গল্প ও বাস্তবের 'ভারতবর্ষ'

সঞ্জয়কুমার দাস

কয়েকটি সমস্যা ও বর্তমান দেশের প্রেক্ষাপট ; 'ভারতবর্ষে'র মাধ্যাকর্ষণী শক্তিতে আকর্ষণ করে। গল্প ও বাস্তবতার সোপান রচনায় তাই পাঠককে হাজির করাতে চাই, রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যভুবনে। যেখানে গল্পের কাহিনিবিশ্বে একখণ্ড ভারতবর্ষের ক্যানভাস, অনুভূতি জাগায় হৃদয়তল্লাটে। চিনচিন করে উঠে বুক। নিদারুণ বিভীষিকায় কঁকিয়ে ওঠে চৈতন্য। আমি বলছি 'ভারতবর্ষ' গল্পের কথা।

'ভারতবর্ষ' নামে দুটি গল্প আছে। একটি রমাপদ চৌধুরীর লেখা, অন্যটির রচয়িতা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ। প্রথমটিতে শ্রমের মূল্য, দ্বিতীয়টিতে সাম্প্রদায়িকাতার বিষবাষ্প। গল্পদ্বয়ে প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদের মূর্চ্ছনা ভাষা পেয়েছে। তবে তা স্রষ্টার। স্রষ্টাদ্বয় শ্রমের অবমূল্যায়ন রুখতে কিংবা সাম্প্রদায়িকতার বিষদন্ত উপরে ফেলতেই চরিত্রের অবতারণা করেছেন। প্রথমটিতে পরিণতি হয়েছে শঙ্কার, দ্বিতীয়টির গল্পগগন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বজ্রনিনাদ সত্ত্বেও সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে বিজয়ীর ঈপ্সিত আভাষেই।

বাস্তবের বিস্তৃত অঙ্গনে পরিভ্রমণের আকাঙ্খাকে সাফল্যের সুবাস মন্থনে অবগাহিতের দরুন গল্পদ্বয়ের আলপথে হেঁটে আসা জরুরি। সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের গল্পে এক মৃতপ্রায় বুড়ির ধর্ম পরিচয়কে কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠা বহ্নিতে জল ঢেলে দেয় বুড়ির চেতনদশা। আর রমাপদ চৌধুরীর গল্পটিতে মাহাতো বুড়োর পরিণতি বর্তমানের চিত্রকেও প্রকট করে। একই শিরোনামাঙ্কিত দুটি ভিন্ন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে বুড়ো-বুড়ির অবতারণায় গল্পকারদ্বয় দেশের দুই চিরন্তনী সমস্যাকে সাহিত্যর আঙিনায় স্থাপন করেছেন। আর যারা এরজন্য দায়ী, তাদের পৃষ্ঠদেশে হেনেছেন তীব্র কশাঘাত।

একটি দেশের এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে যওয়া নির্ভর করে, রাষ্ট্রনায়কদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর। কিন্তু দেশেই যখন দ্বেষকে সযত্নে লালন করা হয় বিদ্বেষের বাষ্পে নির্বাচনী যানের গতি ত্বরান্বিতে, তখন উন্নয়ন থমকে দাঁড়াবেই। অর্থনীত বা কর্ম সংস্থানের উন্নত পরিসেবা প্রদানে ব্যর্থ হলেই ভাবী নির্বাচনের প্রাক প্রস্তুতিতে সাম্প্রদায়িকতা বা তোষণের রাজনীতি হয়ে ওঠে রক্ষাকবচ। এই সম্পর্কীয় ইতিহাস-ভূগোল হাত ধরাধরি করে চলে। সাহিত্যও কিছু কম যায় না। কিন্তু সাহিত্য তো নিখাদ ইতিহাস-ভূগোলের ধারা বিবরণী নয়, তাই সাহিত্যে বিষয়টি অনুধাবনের জন্য বোধের প্রয়োজন হয়।

হালের নির্বাচনী দলগুলির ইস্তেহারে অবশ্য নগদ লক্ষ্মীলাভের ঘোষণা দেওয়া যেন বাধ্যতামূলক। শাসক-বিরোধী সকলেই এ বিষয়ে একপায়ে খাড়া। বাংলার লোকায়ত সমাজে গোপালকৃষ্ণ গোখলের কথা 'আজ বাংলা যা ভাবে ভারত আগামীকাল তাই ভাবে' বহুল প্রচলিত। এবং সেকথাতেই শ্লাঘার স্পর্শ আছে। অবশ্য হালে শ্লাঘার বৈপরীত্যেও গোখলেবচন উদ্ধৃত করে বাঙালি ব্যঙ্গের সরণিতে। বিশেষত বিরোধীদলের কেউ কেউ নগদ অর্থ দেওয়ার প্রকল্পগুলি সম্পর্কে এমন বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু শুধু এ রাজ্যই নয়, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও সে গোত্রীয় প্রকল্প চালু হয়েছে। ধীরে ধীরে এভাবে সারা ভারতবর্ষই কি অমন প্রকল্পে উন্নয়নের সোপান রচনা করবে?

রমাপদ চৌধুরী 'ভারতবর্ষ' গল্পে আণ্ডা হল্টের বৃত্তান্তে হাজির করেছেন ভারতীয় আদিবাসী সমাজের এক মাহাতো পাড়া। যে পাড়া একদিন কৃষিকাজে ছিল স্বনির্ভর। কিন্তু বৈদেশিক শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি মারফত কীভাবে সমগ্র মাহাতো পাড়া ভিক্ষুকে পরিণত হলো, তারই করুন, অপমানাত্মক চিত্রপট 'ভারতবর্ষ'। কৃষক থেকে ভিক্ষুকে পরিণতকরণের সোপান শ্রেণিটি সত্যিই আমাদের লজ্জা দেই। প্রথমে একটি কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলে। পরে তার সাথে আর একজন গলায় লাল সুতলিতে দস্তার তাবিজ বাঁধা ছেলেটা। তারপর 'কয়েকটা জোয়ান পুরুষও হাত বাড়িয়েছে। খাটো শাড়ির একটা তুখোড় শরীরের মেয়েও।' ধীরে ধীরে 'মাহাতো-গাঁয়ের আধখানাই এসে জড় হয়েছে' আণ্ডা হল্টে ভিক্ষের আশায়। আসেনি শুধু মাহাতো বুড়ো। যা নিয়ে কথকের শ্লাঘা আছে। শ্লাঘা আছে সেদিনের ঘটনাতেও, যেদিন 'টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো ধমক দিয়ে বলে উঠলো, খবরদার!' কিন্তু সময়ের সরণিতে কথক আবিষ্কার করেন মাহাতো বুড়োকে, 'বিভ্রান্তের মতো আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম, একবার কাঁটাতারের ভিড়ের দিকে।

আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়লো সেই মাহাতো বুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বখশিশ, সাব বখশিশ।' যে মাহাতো বুড়ো আণ্ডা হল্টে এসে সবজি বিক্রিতে অনীহা প্রকাশ করে কৃষিকাজের কারণে, সেই মাহাতো বুড়ো যখন কৃষিকাজ ফেলে রেখে আণ্ডা হল্টে এসে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য হাত বাড়িয়ে 'বখশিশ' চাইতে শুরু করেছে তখন কথকের জবানিতে সমাপ্তি সূচিত হয়েছে গল্পের 'আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না। ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো-গাঁয়ের সবাই ভিখিরী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব-সব ভিখিরী হয়ে গেলো।'

যে মানুষগুলো নিজের গতর খাটিয়ে সোনার ফসল ফলাতো, আপাত পরিশ্রমহীন অর্থপ্রাপ্তি তাঁদের আত্মসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। তাঁরা ভুলে যান সোনার ফসল ফলানোর মন্ত্র। অক্ষম মানুষ অন্যের অনুগ্রহে বা দানে কালাতিপাত করতে পারেন, কিন্তু কর্মক্ষম মানুষের নিকট তা লজ্জার। তাতে স্বভাবও খারাপ হয় আর কর্মবিমুখতাও জাঁকিয়ে বসে। ফলে বৃহত্তর উন্নয়ন থমকে দাঁড়ায়। বরং রাষ্ট্র তাঁদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাঁদের যোগ্যতা মোতাবেক। ভাতাজীবি না করে, তাঁদের পরিশ্রমের বাড়তি মূল্য দিয়ে তাঁদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস অর্থনীতির চাকাতে গতি জোগাবে। রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পে কথকের অভীপ্সাও, ওই মাহাতো বুড়োরা কৃষিকাজই করুন। তাঁরা যেন ভিক্ষুকের সরণিতে না দাঁড়ান। কিন্তু তিনি না চাইলেও তাইই হয়েছে। আজ এই একবিংশীয় চেতনাতেও যেন মাহাতো পাড়ার হাতছানি। ধীরে ধীরে কি দেশই হয়ে উঠবে মাহাতো পাড়া, 'ভারতবর্ষ'। গল্প আর বাস্তবতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে?

তথ্যসূত্র: গল্প সমগ্র, রমাপদ চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৬৮

নতুন বিচারপতি, পুরানো বিচারপতি — একটি আপাত মীমাংসা

অশোক অধিকারী

অবসর একটি স্বীকৃত অভিজ্ঞান। কর্মচাঞ্চল্য শেষে হিসেব নিকেশের প্রণামী সংবিধানের কাছে সঁপে দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার একটি সহজাত প্রক্রিয়া। নিজের কৃৎ কর্মের পর্যালোচনার একটি ক্ষেত্রও সজীব থেকে বিদায় লগ্নে। রবীন্দ্রনাথ তাই বিরামকে কাজের অঙ্গ হিসাবেই উল্লেখ করেছেন।প্রকৃত অর্থে শারীরিক ভাবে এই চলিত জগৎ বা জীনন থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া মানুষের প্রকৃত অবসর আসে না। তবু, হিসাবের খাতা খুলে বসতেই হয় তাকে একটি সংখ্যার ঘরে এসে।সংখ্যা এখানে বীজগণিতের ভাষায় কোনো স্টেপ জাম্প ময়; বরং পাটীগণিত অনুসরণ।দুধে কতটুকু জল দিলে অনুপাতের অংকে তার সমাধান মেলে তার উত্তরটি জানা থাকলেও উত্তরমালা খুলে জীবনের হিসাব মিলিয়ে দেখতেই হয়।

সম্প্রতি কর্মজীবন সেরে বিদায় নিলেন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। তাঁর বিদায় সম্ভাষণের মূল যে সুর তাতে ভারতবর্ষের বহুত্বভাবনা যেমন এসেছে তেমনই সমানাধিকারের পাল্লায় নিজে একজন দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি হয়েও ন্যায়ের পথেই তাঁর বক্তৃতার অনুসঙ্গটি ব্যবহার করেছেন। বিদায়ের মঞ্চে ভালো ভালো কথা বলার একটি রেওয়াজ প্রমিত থাকলেও এক্ষেত্রে মাননীয় গাভাই ড. বি আর আম্বেদকরের সংবিধান কেই আলোকিত করার পথে হেঁটেছেন। তিনি সযত্নে ১৯৪৯-এর ২৫ নভেম্বর গণপরিষদে আম্বেদকরের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটির কথা উল্লেখ করেছেন। আম্বেদকর তাঁর সুললিত ভাষণের প্রথমদিকে বলছেন, 'একটি ভাষণ যত ভালোই হোক না কেন, এটি অবশ্যই খারাপ হয়ে যাবে কারণ যাদের এটি কার্যকর করার জন্য ডাকা হয়েছে, তারা খারাপ দল। একটি সংবিধান যত খারাপই হোক না কেন এটি ভালো হতে পারে যদি যাদের এটি কার্যকর করার জন্য ডাকা হয়েছে, তারা ভাল দল হয়।' আম্বেদকরের এই ভাষণ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রের একটি সদিচ্ছার প্রসঙ্গ এসে যায় তেমনই জনগণকেও তাকে কার্যকরী করার জন্য রাষ্ট্রের পাশে যেমন দাঁড়াতে হয় তেমনই রাষ্ট্রকে চাপে রেখে কার্যকর করে তুলতে বাধ্য করা হয়। এখানেই সংবিধানের প্রয়োগকুশলতার দিকটি বিজ্ঞান ছুঁতে পারে। ড.গাভাই সেই পথেই হেঁটেছেন। প্রধান বিচারপতির আসনে আসীন থেকে তাঁর রায়গুলি কতটা সংবিধান ছুঁয়েছে তা বিচার করবেন এ বিষয়ে মান্য যাঁরা তাঁরা তা বলতে পারবেন,আপাতত তিনি যে সম্মানের সঙ্গে তাঁর পদ থেকে বিদায় নিলেন তা স্বীকার করতে অসুবিধে থাকার কথা নয়।এর আগে আরও এক প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় যখন গেল বছর বিদায় নিলেন তখন তাঁর বিদায়ী বক্তব্য নিয়ে অভিজ্ঞ মহলে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল।বলা হয়েছিল মাননীয় চন্দ্রচূড় তাঁর ভাষণে সংবিধান অপেক্ষা রাষ্ট্রের প্রতিই আনুগত্য দেখিয়েছেন। বিষয়টি একটু খোলসা করা দরকার। ঘটনাটি এমনই যে, প্রধান বিরাচপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় যখন বলেন, রাম জন্মভূমি মামলার সঠিক সমাধানের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন তখন 'ঈশ্বর' ও 'সংবিধান' দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে মানুষের ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রশ্ন চিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করায়। কিছুদিন আগে তিনি মহারাষ্ট্রের খেদতালুকের কানহেরসর গ্রামে একটি জনসমাবেশে যোগ দিয়ে তাঁর ঈশ্বরপ্রীতির কাহিনি শোনাতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের কাছে অনেক মামলা আসে। সিদ্ধান্ত নিতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অযোধ্যা মামলার ক্ষেত্রেও সেরকমটি হয়েছিল। মামলাটি আমার কাছে তিনমাস বিচারাধীন ছিল। আমি আমার ঈশ্বরের কাছে গিয়ে বসলাম। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমাকে সমাধানের পথ দেখান'; পরে আরও যুক্ত করে বলেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করুন।যদি আপনার মনে বিশ্বাস থাকে, ঈশ্বর আপনাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন।' রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কে দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে যে আবেগের জন্ম হয়েছিল তার কোনো একটি পক্ষে আদালতের সিলমোহর দেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা ছিল সন্দেহ নেই এবং দীর্ঘ লালিত আবেগের ক্ষতি হতে পারে তা ও সকলের অজানা নয়, সর্বোপরি রাষ্ট্র যখন একটি পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার ইচ্ছা প্রকাশ করে মাঠ ময়দান তাতিয়ে তুলছেন তখন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালতের শীর্ষ কর্তার সংবিধানের কাছেই হাঁটু গেড়ে বসা সমীচীন। সংবিধানের ওপর হাত রেখে তার সমাধানের উপায় জানতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। অথচ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শীর্ষ আদালতের প্রধানের ঈশ্বরের কাছে সমাধান চাওয়ার মধ্যে সেই ঐশ্বরিক শূন্যতাকেই তিনি উপায় হিসাবে বেছে নিয়ে রাষ্ট্রকেই খুশি করলেন,আর এই কথা জনসমক্ষে তিনি যখন বললেন তার আগেই নিজের বাড়ির গণেশপুজোর অনুষ্ঠানে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গণেশ বন্দনায় মগ্ন হলেন! দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার যে এসেন্স তাকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন ও আমাদের অনেক কথা বলার সুযোগ করে দিলেন। যে ধর্ম আচরণের তার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি আজন্মলালিত, কিন্তু ধর্ম যখন মানুষের ভাবনার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় তখন তা আর আচরণের মর্মবস্তু থাকে না। আবার সর্বোচ্চ স্তর থেকে যখন তার সমর্থন মেলে তখন পক্ষ অবলম্বন স্থায়িত্ব পেয়ে যায়। প্রধান বিচারপতির কাছে ঈশ্বর ভজনা কোনো দোষের নয়, যখন তার সঙ্গে সংবিধানের কার্যকারিতা ঐশ্বরিক মডেল পেয়ে যায় তখনই তা আর সর্বজনীন থাকে না। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় কোট আনকোট যে নিজের ওপর বিশ্বাসের কথা বলেন তা সত্য তবে সেই বিশ্বাস কোনো বিমূর্ত সত্তার কাছে নয় বরং তা সমাজ নিগড়ে যূথবদ্ধতায় যাদের কান্না হাসির শব্দ শোনা যায় তাদের জন্য।তাহলে রায়দানের আগে ঈশ্বর ভজনা যে সংবিধানের ভাবনার সঙ্গে যায় না এবং তা প্রকাশ্যে না আনাই সমীচীন ছিল।

ড.আম্বেদকর তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'উদ্বেগ আরও গভীর হয় যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের পুরনো শত্রু জাতি ও ধর্মের পাশাপাশি আমাদের অনেক রাজনৈতিক দল থাকবে যাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন এবং বিরোধী। ভারতীয়রা কি দেশকে তাদের ধর্মের উপরে রাখবে, নাকি তারা দেশের উপরে ধর্মকে রাখবে? আমি জানি না। তবে এটা নিশ্চিত যে যদি দলগুলি দেশের উপরে ধর্মকে রাখে, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা দ্বিতীয়বারের মতো হুমকির মুখে পড়বে এবং সম্ভবত চিরতরে হারিয়ে যাবে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে দৃঢ়ভাবে সতর্ক থাকতে হবে।' আজকের ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা যে খুব সুখকর নয় তা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই নতুন করে আমাদের সংবিধান পড়া দরকার। শুধু হাতে রাখা বা মাথায় ঠেকানো কিংবা পুজো করা নয়; তাকে মান্যতা দেওয়াও ক্ষমতার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। মাননীয় বি আর গাভাই একটু ব্যতিক্রমী ভাবেই তাঁর বিদায় অনুষ্ঠানকে সালঙ্কৃত করলেন। তিনি বললেন, 'আর্থ সামাজিক বৈষম্যকে সমূলে উপড়ে ফেলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা না গেলে, গণতন্ত্র তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে।' তাঁর ভাষণের দুটি দিক ১) আর্থ-সামাজিক বৈষম্য আর ২) ন্যায় প্রতিষ্ঠা, এই দুয়ের একটি অপরটির পরিপূরক। ন্যায়ের আসন পাতা আছে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যের গভীরে। ভারসাম্য এমনই একটি উপাদান যা দিয়ে উন্নত ও অনুন্নতের পাল্লার সাযুজ্য রক্ষা করা যায়। আজকের ভারতের উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বলের যে দিক তাতে গরীব ও বড়লোকের এক বিস্তর ফারাক চোখে পড়ে। প্রসঙ্গত গাভাই নিজের ছেলের প্রসঙ্গ তুলে এমনটিও বলেছেন যে,তাঁর (বিচারপতির) সাফল্যের দৌলতেই তাঁর ছেলে ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো আদিবাসী ছেলে যে এ সুযোগ পাবে না এবং ফলত যে সাম্য রক্ষিত হওয়ার কথা তা যে রক্ষিত হচ্ছে না তা এর দ্বারা প্রমাণিত। তপশিলি জাতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'ক্রিমি লেয়ার'কে বাদ দেওয়াই যে শ্রেয় এবং সমাজে সাম্যের প্রয়োজনে তা যে দরকার তাও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন।আর এ ব্যাপারে আম্বেদকর যে তাঁর প্রেরণা তা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয় দলিত ও প্রথম বৌদ্ধ প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারনেই তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। সহজ ও সুললিত ভাষায় সকলের যাতে বোধগম্য হয় এমনভাবেই তিনি রায় লিখতেন।রায়দানের ক্ষেত্রে যৌথ মতামতকে তিনি গুরুত্ব দিতেন বলে সভায় উপস্থিত বিচারকরা মন্তব্য করেন। পরবর্তী প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তও দুটি ওজনদার কথা বলেছেন ১) বিচার ও বিচারকদের ন্যায্য সমালোচনা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। ২) মধ্যস্থতা অত্যন্ত সহজ এবং বিরোধ নিষ্পত্তির গেম চেঞ্জার হতে পারে। এ ছাড়া এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, বিচার ব্যবস্থার অনেক সমস্যার সমাধান এআই করে দিতে পারে,তবে এর ক্ষতিকর দিকটা সম্পর্কেও সচেতন থাকা দরকার।

পুরনো কথায় ফেরা যাক। ড.গাভাই তাঁর ভাষণে সংবিধান স্বীকৃত যে কোট আনকোট সাম্যর কথা বলেছেন তাতে আম্বেদকরের কথা উল্লেখ করে বলেন, সমান আচরণের যে নীতি তাকে বন্ধ্যা করে রাখলে বৈষম্য আরও বাড়ত। সাম্য নিশ্চিত করতে হলে পিছিয়ে পড়াদের অধিকতর সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। অবসরকালীন জীবনে তিনি তাঁর নিজের জেলায় (মহারাষ্ট্র) আদিবাসী কল্যাণে কাজ করে যেতে চান। বিচারব্যবস্থা এবং তার প্রায়োগিক দিকে যেমন বিচারপ্রার্থীর প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা হতাশা, যন্ত্রণার বহুমাত্রিক চলাচল থাকে, সেখানে গাভাই ন্যায়বিচার ও সহানুভূতিশীল মনেরই কদর অনুভব করেছেন তাঁর কার্যকালে; এ প্রসঙ্গে তাঁর অনুভূতি প্রকাশের ভাষাটিও ছিল মনে রাখার মতো, 'যতোটা পারো ভালো করো,যত উপায়ে পারো, যেখানে পারো, যখন পারো, সব শ্রেণির মানুষের জন্য করো এবং যতক্ষণ তোমার পক্ষে করা সম্ভব করে যাওয়ার লক্ষ্য সামনে রাখো।' এখানে গাভাই তাঁর নিজস্ব একটি দর্শনের ওকালতনামা পেশ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি জিতিয়ে দিয়ে গেছেন আম্বেদকরের সংবিধানের ভাষার পারঙ্গমতাকে। পরবর্তী প্রধান বিচারপতি তাই মনস্কতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন, শুধু তাঁর রায় নয়, তিনি যে সুর বেঁধে দিয়ে গেছেন তা একদিকে যেমন প্রশান্ত তেমনই সর্বজনীন এবংসর্বতো মানবিক; যা আগামীদিনে কার্য রূপায়ণে বিজ্ঞানসম্মত ধারণার জন্ম দেবে। দলিত মহর পরিবারের সন্তান বাবাসাহেব আম্বেদকরের হাত দিয়ে যে সংবিধান লিখিত হয় তাতে তাঁরই বলে যাওয়াকথা আজকের এই দুসময়ে বড়ো বাজে তা হল আসলে শিক্ষা। তিনি বলতেন, 'ওরা তোমাকে বিনামূল্যে অনেক কিছুই দেবে, কিন্তু শিক্ষা নয়।কারণ, শিক্ষা প্রশ্নের জন্ম দেয়। শিক্ষা হল বাঘের দুধ। যে পান করবে সে গর্জন করবে।' নতুন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত (৫৩তম প্রধান বিচারপতি) শপথ নিয়েই যে কথাটা উচ্চারণ করেছেন তাতে তাঁর আগামী দায়পালনের অঙ্গীকারই স্পষ্টত ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, 'মামলাকারীদের প্রথমে হাইকোর্টে যাওয়া এবং তারপর সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া একটি ভালো অভ্যাস। হাইকোর্টগুলিও যে সুপ্রিম কোর্টের মতো সাংবিধানিক আদালত সেটা দেশের নাগরিকদের বোঝাতে হবে।' তাই তফাত আছে এবং থাকবেও। দেশবাসীও তাকিয়ে থাকবে উচ্চন্যায়ালয়ের দিকে যেখানে আম্বেদকর চর্চা হয় তার প্রাগমাটিস্ট বিজ্ঞান ও যুক্তি তর্কের ধারালো অস্ত্র দিয়ে। সংবেদনশীলতার মানদণ্ডে।

চর্চাবাসর ১২

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন মুদ্রিত সংবাদপত্র 'রিলেশন অ্যালার ফার্নেমেন আন্ড গেডেনকওয়ার্ডিজেন হিস্টোরিয়েন'। ১৬০৫ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মসজিদে আপত্তি নেই, নামকরণে আপত্তি আছে: শুভেন্দু অধিকারী

'হুমায়ুনের সাসপেন্ড লোক দেখানো' মন্তব্য বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুর্শিদাবাদের বাবরি মসজিদ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। 'বাবরি' শব্দ নিয়ে তাঁর আপত্তির কথাও জানান। তিনি বলেন, 'ইসলামরা মসজিদ বানাবেন, হিন্দুরা মন্দির বানাবেন, খ্রিস্টানরা চার্চ বানাবেন, শিখ রা গুরুদ্বারা বানাবেন। এতে আপত্তি নেই। কিন্তু নামকরণে আপত্তি আছে। মোঘল, পাঠানরা ভারত দখল করতে এসেছিল। অত্যাচার করেছে, জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করেছে, মন্দির ভেঙেছে, মা বোনদের ইজ্জত লুঠেছে। বাবরি নামকরণে আমাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রবাদী ভারতীয়র যে ধর্মেরই হোক আপত্তি আছে। এই নামকরণকে কেউ সমর্থন করে না।' একইসঙ্গে হুমায়ুনের বহিষ্কার হওয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু অধিকারী, বলেন, 'বাংলায় হিন্দুদের বোকা বানানোর জন্য লোক দেখানো সাসপেন্ড হয়েছেন হুমায়ুন। শনিবার বিতর্কিত নামে বিতর্কিত তারিখ ঠিক করে শিলান্যাস করতে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ আর মুখোশ দুটো আলাদা। আমরা যারা রাম ভক্ত, আগামীকাল ৬ ডিসেম্বর সৌর্য্য দিবস পালন করব প্রত্যেকটি হিন্দু।' ডিভিশন বেঞ্চের রায় নিয়ে তিনি বলেন, 'কোর্ট আইন মেনে চলা উচিত। কোর্ট ধারণায় হওয়া উচিত না। ডিভিশন বেঞ্চের রায় ত্রুটিযুক্ত রায়। বলেছে পদ্ধতিগত ত্রুটি আছে। কিন্তু আমরা পরিবারের দিক তাকিয়ে বলছি। এবার যারা ভিক্টিম তারা বলতে পারবে।' সংসদ ভবনের বাইরে তৃণমূল সাংসদদের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২০০৪ থেকে ২০১৪ ডাঃ মনমোহন সিংহের ইউপিএ ১ এবং ২। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রী সভায় থাকাকালীন দিয়েছে ২ লক্ষ কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদী সরকার এই সরকারকে দিয়েছে ৮ লক্ষ কোটি টাকা। বিভিন্ন প্রকল্প সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে মোদি সরকার। সবের তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ হলে চোরদের কাছ থেকে সব টাকা উসুল হবে না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ১০০ দিনের কাজের জায়গায় ২০০ দিনের কাজ দেবে। সব কথা লোক জানে। এপ্রিলে নির্বাচন, ২৬-এ নির্বাচন মমতার হবে বিসর্জন।'

মৃত বন্ধুর বাবাকে 'বাবা' সাজিয়ে ভোটার কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: মৃত বন্ধুর বাবাকে 'বাবা' বানিয়ে ভোটার কার্ড বানানোর ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ে। বন্ধুত্বের আড়ালে প্রতারণা করে মৃত বন্ধুর বাবাকে নিজের বাবা বানিয়ে জাল নথি তৈরির অভিযোগ থানায় লিখিতভাবে দায়ের করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত। অভিযোগ, বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে এক যুবক নিজের আসল পরিচয় গোপন করে মৃত ছেলের বাবার নাম-পরিচয় ব্যবহার করে ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথি তৈরি করেছে। ঘটনাটি সবংয়ের খ ড়্পাড়া এলাকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কেশিয়াড়ির বাসিন্দা যুবক শেখ তাজুদ্দিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল সবংয়ের খড়পাড়ার বাসিন্দা সত্যচরণ সিংহের ছেলের। সেই সূত্রে সত্যচরণ বাবুর বাড়িতে অবাধ যাতায়াত শুরু করে তাজুদ্দিন। পরিবারের সদস্যরাও তাঁকে আত্মীয়ের মতোই দেখতেন। এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে নিজের পরিচয় গোপন করে 'বাবলু সিংহ' নামে নতুন পরিচয় তৈরি করে তাজুদ্দিন। খাতায়-কলমে মৃত ছেলের বাবাকেই নিজের বাবা দেখিয়ে নারায়ণগড়ের ঠিকানায় বানিয়ে ফেলেন ভোটার কার্ড। ঘটনার কথা জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন সত্যচরণ সিংহ। তাঁর ছেলে প্রতাপ সিংহের তিন বছর আগে মৃত্যু হয়েছে। সেই মৃত ছেলের বন্ধু সেজে তাঁরই নাম ভাঁড়িয়ে প্রতারণা করা হয়েছে জানতে পেরে তিনি তড়িঘড়ি সবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুরো ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রশ্ন উঠছে, কী উদ্দেশ্যে পরিচয় বদলের এই ছক? এর নেপথ্যে কি বড় কোনও অপরাধচক্র সক্রিয়?

যদিও অভিযুক্ত বাবলু সিংহের দাবি, তাঁকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল। দত্তক নিয়েছিলেন সত্যচরণ সিং। পালিত পিতা হওয়ার কারণেই তাঁর নাম ব্যবহার করে ভোটার লিস্ট বা অন্যান্য নথি তৈরি করেছেন তিনি। তাঁকে টাকা চেয়ে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সত্যচরণ সিংহের তরফে থানায় যে অভিযোগ করা হয়েছে সেসব অভিযোগ কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন বাবলু সিংহ। একই সঙ্গে তাজউদ্দিন নামে তিনি কাউকে চেনেন না বলেও দাবি করেছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তথা মকরামপুর অঞ্চলের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি লক্ষ্মী সিটের দাবি, এই বাবলু সিংহ নারায়ণগড়ের স্থানীয় বাসিন্দা নন, তিনি কখনও খড়্গপুর, কখনও কেশিয়াড়ি ঘুরেছেন। জমি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তিনি। তারপরেই এখানে জায়গা কিনে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন।' স্থানীয় বিজেপি নেতা অমিত মন্ডল অভিযোগ করেন, 'এই বাবলু সিংহের আসল পরিচয় জানা উচিত। কেন তিনি এরকম করেছেন। এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা তা প্রশাসনের খ ুঁজে বের করা উচিত।'

বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওঙ্কারনাথ' গবেষণায় বিশেষ চেয়ার গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বীরভূমের বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিগন্তের সূচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা পেল 'অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল চেয়ার'। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বহু আগেই ডানলপের কাছে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রতিষ্ঠিত শতাধিক আশ্রমের কেন্দ্রীয় কার্যালয় মহামিলন মঠে গিয়ে সারা ভারতে ওঙ্কারনাথ মিশনের সেবাযজ্ঞে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। আচার্য ও প্রেসিডেন্ট কিঙ্কর বিঠ্‌ঠল রামানুজ মহারাজ ও মহাসচিব তথা মিশনের সভাপতি কিঙ্কর প্রিয়নাথকে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, ওঙ্কারনাথ দেবের জীবন দর্শন ও শিক্ষাকে নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে। সরকার সর্বতোভাবে পাশে থাকবে। বীরভূমে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করাটাও ছিল তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভারতের ভক্তি, দর্শন, ভারতীয় দর্শনচর্চা এবং আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম স্তম্ভ অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের উপর সুসংগঠিত ও উচ্চমানের গবেষণা চালাতেই এই বিশেষ চেয়ার গঠন হয়েছে। উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি বলেন, 'এই চেয়ার প্রতিষ্ঠা শুধু একাডেমিক উদ্যোগ নয়, বাংলা তথা দেশের আধ্যাত্মিক ও দর্শন, ঐতিহ্য রক্ষায় সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা এবং মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার পরামর্শ ছাড়া এটি সম্ভব হত না।' তাঁর মতে, এর ফলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার মান ও বিস্তার দু'টিই বাড়বে। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের আচার্য কিঙ্কর বিঠ্‌ঠল রামানুজ মহারাজ বলেন, 'লক্ষ লক্ষ ভক্তের কাছে এই ঘোষণা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। নাম, ভক্তি, সেবা ও সাম্যের বার্তা এখন আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়বে।' ওঙ্কারনাথ মিশনের সভাপতি কিঙ্কর প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'সরকারের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতের গবেষণা, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং প্রামাণ্য নথিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকবে।' সাত লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ এই বিশেষ বার্তা সনাতনীদের কাছে খুবই আস্থার বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। প্রসঙ্গত, নতুন বছরের প্রথমেই মহামিলন মঠের সামনে উদ্বোধন হতে চলেছে গেটওয়ে অফ কলকাতা। যেখ ানে প্রতিষ্ঠিত হবেন ঠাকুর ওঙ্কারনাথ দেবের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি। একইসঙ্গে গঙ্গার পশ্চিম তীরের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একইসঙ্গে উদ্বোধন হতে চলেছে গেটওয়ে অফ কলকাতা করিডোর। ওঙ্কারনাথ দেব সনাতন ধর্মের স্তম্ভ স্বরূপ।

শেয়ালের আক্রমণের জন্য বন দপ্তরকে সচেতন স্বপন বাউলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সম্প্রতি গ্রামে গ্রামে শেয়ালের উপদ্রব শুরু হয়েছে, মানুষকে আক্রমণ রুখতে, ও শেয়াল তাড়াতে একতারার সুরকে হাতিয়ার করলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল।

প্রসঙ্গত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন গ্রাম সহ কুড়মুনের সোনা পলাশি গ্রামে ধান জমিতে শেয়ালের উপদ্রব মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ধান জমিতে এক কৃষক কে কামড়ে দিয়েছে এবং গ্রামেও হানা দিচ্ছে ছাগল, মুরগি, হাঁস শিকার করছে। এই খবর শুনেই শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল সোনা পলাশি গ্রামে উত্তর পাড়া হাটে বাজারে হাজির হন একতারা কোল ডুগী বাজিয়ে বাউল গান গাইতে গাইতে। নিজের লেখা সুরে বাউল গানে বলেন গ্রামবাসীদের 'ও চাষি ভাই শেয়াল তাড়াও, লাঠি হাতে সকলে জোট বেঁধে এক সাথে। লাঠি হাতে না নিলে শেয়াল তোমায় কামড়ে দেবে। রক্ষা করো শেয়ালের কামড় থেকে নিজেকে।'

তিনি বলেন,শুধু গ্রামের মানুষ একজোট হলে শেয়ালের আক্রমণ বন্ধ হবে না। বনদপ্তরকেও এগিয়ে এসে শেয়াল তাড়াতে ব্যবস্থা না নিলে জমি থেকে শেয়াল যাবে না। গানে গানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন 'বন জঙ্গল কেটে মানুষ গাছ পালা কেটে ফেলছে, তাইতো শেয়াল খাবারের খোঁজে ধান জমিতে আর গ্রামে ঢুকে পড়ছে। শুধু শেয়ালের দোষ দিলে চলবে না। মানুষকে বন জঙ্গল গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে বনদপ্তরকে এই ব্যাপারে সচেতন হতে বলেন, শেয়াল তাড়াতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কুড়মুন সোনা পলাশি গ্রামবাসী অনেকেই বলেন,

শেয়ালের উপদ্রব আতঙ্কে আক্রমণে তারা অতিষ্ঠ। তারই মাঝে স্বপন দত্ত বাউলের একতারার সুরে শেয়াল তাড়ানো ও শেয়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সমাধানের পথ এত সহজ করে গানে বক্তব্যে বোঝালেন যা দেখে শুনে তাঁরা সাহস পাচ্ছেন।

পাকিস্তানকে হারিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ল বারাসাতের দিব্যজ্যোতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আবারও পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতের জয়। এই জয়ের মধ্যে দিয়েই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলে ফেললেন বাংলার ছেলে দিব্যজ্যোতি সরকার। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতের ছেলে দিব্যজ্যোতি। বছর ২৪ এর দিব্যজ্যোতি বারাসাতের নবপল্লী লক্ষ্মীনারায়ণ পল্লির বাসিন্দা। পেশায় বিটেক ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। চলতি বছরের ২৬ নভেম্বর এই প্রতিযোগিতাটি হয় বারাসাতে। সেখ ানেই সংস্থার পরীক্ষকদের সামনে পাকিস্তানের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েন দিব্যজ্যোতি। 'মোস্ট ফুল এক্সটেনশন পানচেজ ইন ওয়ান মিনিট হোয়াইল হোলডিং টু এগ' বিভাগের ফুল এক্সটেনশন পানচেস-এ ৩০২টি পাঞ্চের-এর রেকর্ড ভেঙে ৩৩১টি পাঞ্চ করেন দিব্যজ্যোতি। আর এর মধ্যে দিয়েই তিনি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের অধিকারী হয়ে যান। দিব্যজ্যোতি জানান, তাঁর এই সাফল্যে তিনি খুশি। এই প্রতিযোগিতায় তাঁকে উৎসাহিত করেছে দাদা শুভ্রজ্যোতি সরকার। আগামী দিনে নিজের ৩৩১-এর রেকর্ড ভেঙে আবারও নতুন রেকর্ড গড়তে চান। দুই হাতের দুই মুঠোর মধ্যে একটি করে মোট দুটি ডিম রাখেন। কনুই না ভেঙে এক মিনিট সময়ে মধ্যে পাঞ্চিং প্যাডে যতগুলি পাঞ্চ করতে পারবে সেই সংখ্যাটি কাউন্ট হবে রেকর্ডের জন্য, তবে হাতের মধ্যে রাখা ডিম দু'টিকে অক্ষত রেখে এই পাঞ্চ করতে হবে।

উদয় শংকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: উদয় শংকরের ২৫তম জন্মবার্ষিকীতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডান্স গ্রুপ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত দু'দিন ব্যাপি উদয় শংকর নৃত্য উৎসবের শুভ সূচনা হয়ে গেল শান্তিনিকেতনের সৃজনী শিল্প গ্রামে। এদিনের অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে 'নৃত্যকল্প' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন চন্দ্রোদয় ঘোষ, মমতা শংকর, প্রদীপ্ত নিয়োগী, জোনাকি সরকার, সুস্মিতা নন্দী প্রমুখ। এবছর পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার মোট ২২টি নৃত্য সংস্থা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করছেন। অনুষ্ঠান চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মমতা শংকর বললেন, 'আজও ওঁনাকে নতুন, নতুন করে জেনে চলেছি। এই জানা শেষ হওয়ার নয়। এই নাচ সবাইকে একটা সূত্রে বেঁধে রাখে। আমাদের মনকে শুদ্ধ করে, ভালো একজন মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে, অনুপ্রেরণা জোগায়।'

বিশ্ব মাটি দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিশ্ব মাটি দিবস পালিত হল বাঁকুড়ায়। জেলার ভেদুয়াশোল ও বালিয়াড়া ইত্যাদি জায়গায় এই দিনটি জল সমৃদ্ধ সবুজ এলাকা গড়ে তোলার স্লোগান তুলে মাটি সংরক্ষণের সংকল্প নেওয়া হয়। পরিবেশবাদী সংস্থা ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক আয়োজিত এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীদের পক্ষ থেকে এই শপথ বাক্য পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান সংগীতা বিশ্বাস ও ঝর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়। তাদের বক্তব্য, মাটি সংরক্ষণ, মাটি দূষণ রোধ ও মাটিকে মা ধরিত্রী মেনে রক্ষা করার শপথ নেওয়া হয়। ১২৭ মহিলা শপথ নেন। অন্যদিকে একতা গঙ্গোপাধ্যায়, স্বস্তি চ্যাটার্জি ও প্রভাতী বিশ্বাস জানান, জল সমৃদ্ধ সবুজ ও উন্নততর এলাকা গড়তে মাটি সংরক্ষণ যে অপরিহার্য সেটাই নাটক ও গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এই মাটি রক্ষার শপথ অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট শিল্পী ভারতী ব্যানার্জি, স্নিগ্ধা সেন, রনিকা সিদ্ধু, বিথিকা চক্রবর্তী, মিনু ব্যানার্জি, মৌমিতা ভৌমিক, সুমিতা দত্ত, অর্চনা পাল, শিখা ঘোষ, মানসী দাস, মালিনী রায়, সোনালী চক্রবর্তী, রিঙ্কু দেবনাথ, তুলি দাস, রীতা ইন্দ্র, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী ও অনিতা সমাদ্দারকে জল সমৃদ্ধ সবুজ ও উন্নততর এলাকা গড়তে মাটি সুরক্ষার গান, নাচ ও নাটক পরিবেশন করতে ও নতুন শিল্পীদের তালিম দিতে দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য, মহিলারাই পরিবেশের সঙ্গে তুলনামূলক বেশি জড়িত। তাই স্বাভাবিক কারণে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও বেশি নেওয়ার কথা মহিলাদের। তাই জল সমৃদ্ধ সবুজ উন্নততর এলাকা গড়ার কাজে সামিল হতে পেরে তারা খুশি।

পঞ্চায়েত অফিসে ডেকে সিঙ্গুরে তরুণীকে খুন ও ধর্ষণের হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী পঞ্চায়েত অফিসেই উপপ্রধানের সামনেই হুমকি দেন বলে তরুণীর অভিযোগ। সম্পত্তি নিয়ে শারীরিক নিগ্রহ, পঞ্চায়েত অফিসে ডেকে তরুণীকে খুন ও ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ। ঘটনাটি হুগলির সিঙ্গুরের নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। খুন এবং ধর্ষণের হুমকির জেরে থানায় গিয়ে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার হুমকির মেল মারফত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। তবে অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন উপপ্রধান। অভিযোগকারিণী তরুণী বলেন, 'চারিদিকে গুন্ডাদের রাজত্ব চলছে। পঞ্চায়েতে গিয়ে যদি গুন্ডাদের হুমকি খেতে হয়, থানাতে গিয়েও দেখা যাবে যে পুলিশ ও গুন্ডা বসে রয়েছে।' তরুণীর দাবি, তাঁর বাবার সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য এরপরই নসিবপুর পঞ্চায়েতে থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। গত বুধবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নসিবপুর পঞ্চায়েতে পৌঁছে যান তিনি। অভিযোগ, বিবাদ মেটানোর বদলে তরুণীকে খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেন পঞ্চায়েত অফিসে থাকা জনৈক এক ব্যক্তি। পঞ্চায়েত উপপ্রধানের সামনেই ঘটে সমস্ত ঘটনা। তরুণী বলেন, তাঁর বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। সম্পত্তি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। সেই সম্পত্তি বিক্রি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ লাগে কাকার সঙ্গে। সেই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নসিবপুর পঞ্চায়েতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোবিন্দ ধাড়া। তিনি বলেন, 'পারিবারিদ বিবাদ মেটাতে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ওই যুবতীকে ডেকে আলোচনা চলছিল। তার ভিডিয়ো করছিলেন তরুণী। তাঁকে ভিডিয়ো করতে নিষেধ করা হয়। এবং ভিডিয়োটি ডিলিট করে দেওয়া হয়।'

উত্তরপাড়ায় মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার চাঞ্চল্য। কয়েকমাস আগে স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এরপর থেকে একাই থাকতেন তিনি। মনোরঞ্জনের মা বলেন, 'ছেলে মাঝেমধ্যেই ঘর বন্ধ করে একা থাকত। গত রবিবার ছেলেকে শেষবার খেতে দিয়েছিলাম।' স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়ির দোতালায় থাকতেন মনোরঞ্জন। নীচের তলায় মনোরঞ্জনের মা, বিবাহিত বোন তাঁর পরিবার নিয়ে থাকেন।

মনোরঞ্জনের বোন রমা নন্দী জানান, 'আমি বোন হলেও এ বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। বাড়িতে পুজো হয়েছিল। সেই প্রসাদ দিতে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ ভিতর থেকে। অনেক ডাকাডাকি করেও দাদার সাড়া মেলেনি। এরপরেই আমরা প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করি। দাদা প্রচণ্ড নেশা করত। মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত। তবে কীভাবে মারা গেল সেটা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে পরিবারের সকলের।' ব্যক্তির মাথার পিছন দিকে আঘাত রয়েছে। তদন্তে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ।

নির্দশ এ
জনবিজ্ঞপ্তি
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৬ অধীনে
(ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনস, ২০১৬)
কর্পোরেট ডেটর, অনুজ টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড- সিআইআরপি অধীন- এর ক্রেডিটরদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	অনুজ টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের অন্তর্ভুক্তির তারিখ	০৪/০৪/১৯৮৮
৩.	কর্তৃপক্ষ যার অধীনে কর্পোরেট ডেটর অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	আরওসি- কলকাতা
৪.	কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ কর্পোরেট ডেটরের সীমায়িত দায়বদ্ধতা সনাক্তকরণ নং	U17121WB1988PTC044069
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	৮/৫, রূপ চাঁদ রায় স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০ ০০৭।
৬.	কর্পোরেট ঋণদাতার বিষয়ে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	০২/১২/২০২৫ (নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হলো ০৪/১২/২০২৫)।
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	০২/০৬/২০২৬ (নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৮০ দিন)।
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী অনুপ কুমার সিং IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-18/10322 এএফএ বৈধতা- ৩১-১২-২০২৫ পর্যন্ত।
৯.	বোর্ডের কাছে রেজিস্টার্ড হিসাবে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানা- ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট ৪এ, বিদ্যারাজ নিকেত, ২২/২৮এ, মনোহরপুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে, কলকাতা, পশ্চিম, ৭০০ ০২৯। ইমেল: anup_singh@stellarinsolvency.com
১০.	ঠিকানা এবং ই-মেইল যা ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর সাথে চিঠিপত্রের জন্য ব্যবহার করা হবে	ঠিকানা: স্টেলার ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি, সুইট ১বি, ১ম ফ্লোর, বিদ্যারাজ নিকেত, ২২/২৮এ, মনোহরপুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে, কলকাতা, পশ্চিম, ৭০০ ০২৯। ইমেল: anujtextiles.sipl@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৮/১২/২০২৫
১২.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা ক্রেডিটরের শ্রেণী,যদি কিছু থাকে, সেকশন ৬ (এ)- এর ক্লজ (বি) অধীনে	আইআরপি -এর কাছে উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়।
১৩.	একটি শ্রেণীতে কাজ করার জন্য চিহ্নিত করা অনুমোদিত ক্রেডিটরের প্রতিনিধি হিসাবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম হয়েছে (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	আইআরপি -এর কাছে উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়।
১৪.	প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ	ক) ওয়েবলিঙ্ক: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল এর আদেশে অনুজ টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড এর ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে ০২/১২/২০২৫ তারিখে।
অনুজ টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড এর ক্রেডিটরদের ০৪/১২/২০২৫ তারিখে বা তার আগে এন্ট্রি নং-১০ এ উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর কাছে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দিতে বলা হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটররা কেবল বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত ক্রেডিটররা ব্যক্তিগতভাবে, পোস্টের মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ দাবিগুলি জমা দিতে পারেন।
এন্ট্রি নং ১২-তে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণিতে অবস্থান করা একজন ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটর, তাঁর পছন্দমতো অনুমোদিত আধিকারিকের ইঙ্গিত দেবেন, এন্ট্রি নং ১৩-তে উল্লিখিত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে, নির্দশ সিএ-তে শ্রেণির [নির্দিষ্ট শ্রেণী] অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দেওয়ার ফলে জরিমানা করা হবে।
স্বা/-
শ্রী অনুপ কুমার সিং
ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-18/10322
অনুজ টেক্সটাইলস প্রাঃ লিঃ-এর বিষয়ে।
রেজিস্ট্রেশন নং- IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-18/10322
এএফএ বৈধতা-৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত।
তারিখ ও স্থান- ০৬/১২/২০২৫, কলকাতা।

SBI
এসবিআই এগ্রি কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ কলকাতা (৬৩৮৪৯)
"সমৃদ্ধি ভবন" ব্লক - "সি", ৫ম তল
১, স্ট্রান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল - sbi.63849@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **২৮.০৭.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সূর্য ওয়্যারহাউস** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,০১,১৮,৫৩২.৭৪ টাকা (এক কোটি এক লাখ আঠার হাজার পাঁচশ বত্রিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) এবং ২৭.০৭.২০২৫ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১,০১,১৮,৫৩২.৭৪ টাকা (এক কোটি এক লাখ আঠার হাজার পাঁচশ বত্রিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) এবং ২৭.০৭.২০২৫ থেকে সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি এবং ভবন সার্ভে নং দাগ নং ১৮৬, ১৮৫, এলআর খতিয়ান নং ১৬৬৯, জেএল নং ২২, ব্লক -ডায়মন্ড হারবার-২, পো : কড়াইবারা, মৌজা : খাঞ্জাপুর, থানা রামনগর, নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পরিমাপ মোট এরিয়া : ২৭ ডেসিমেল, **সম্পত্তি সূর্য্য ওয়্যারহাউস, স্বত্বধিকারী : হারাধন দাস** এর নামে, উল্লেখ লিজ দলিল নং ১-১২৭১৩/২০২৩, নথিভুক্ত ১৮.০৮.২০২৩, পশ্চিমবঙ্গ।
প্রেমিসেস অবস্থিত চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে : অংশ দাগ নং ১৮৬ এবং সম্পত্তি -এম কে ফিডস প্রা লি এর; **পূর্বে :** অংশ দাগ নং ১৮৫ এবং হারাধন দাসের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং অংশ দাগ নং ১৮৫, ১৮৬- হারাধন দাস এর। **পশ্চিমে :** অংশ দাগ নং ১৮৬ এংব হারাধন দাসের সম্পত্তি।

তারিখ - ০৫.১২.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Bank of India BOI
Relationship beyond banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি শাখা
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - এফ
পরিশিষ্ট ৪ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি শাখা, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৪.০৯.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মহম্মদ নাদিম খান** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬২,৮১,৭৭৭.৮৭ টাকা (বাষট্টি লাখ একাশি হাজার সাতশ সাতাত্তর টাকা এবং সাতাশি পয়সা) ১০.৮০ শতাংশ বার্ষিক হারে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **০৩ ডিসেম্বর ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি শাখার** নিকট বকেয়া **৬২,৮১,৭৭৭.৮৭ টাকা (বাষট্টি লাখ একাশি হাজার সাতশ সাতাত্তর টাকা এবং সাতাশি পয়সা) ২৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে ১০.৮০ শতাংশ বার্ষিক হারে পরবর্তী সুদ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, ৩য়তল, বহুতল বসবাসের ভবনে প্রেমিসেস নং ৬০/১, ব্রাউনফেল্ড রোড, মৌজা : মোমিনপুর, পো আলিপুর, থানা একবালপুর, কেএমসি (ওয়ার্ড নং ৭৮), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০২৭, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৩৩.২০ বর্গফুট বিক্রয় দলিল নং ১-১৯০২-০৩৩৪৫/২০২২, সম্পত্তি মহম্মদ নাদিম খান এর অনুকূলে।
বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : মন্মথ নাথ শীল এবং বঙ্কু বিহারী এর জমি এবং ভবন, প্রেমিসেস নং ৬০ বার্নফেল্ড রো, **দক্ষিণে :** গৌরী রানি সরকার এবং মহ ইউসুফ এর ভবন, প্রেমিসেস নং ৬০এ, বার্নফেল্ড রো, **পূর্বে :** ১২ ফুট কেএমসি রোড, প্রেমিসেস নং ৪২/বি/১, বার্নফেল্ড রো, **পশ্চিমে :** মতিউল্লা মিস্ত্রির ভবন বর্তমানে মুহসনি আহমেদ বক্সি এবং মোদি হাউস।
বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ২ এর চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেসের খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** প্রেমিসেসের খোলা জায়গা, **পূর্বে :** কেএমসি রোড বার্নফেল্ড রো এর দিকে, **পশ্চিমে :** অংশত সিঁড়ি অংশত পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাট।

তারিখ : ০৩.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ : ২২.১২.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২২.১২.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৩৮,৭২,০০,০০০ টাকা (আটত্রিশ কোটি বাহাত্তর লাখ) এবং ৩১.০৩.২০১২ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **কে কে এন রাইস মিল প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস** ৬০বি, চৌরঙ্গি রোড, মুখার্জি এস্টেট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী কৌশিক কুমার নাথ,** ঠিকানা ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ **খ) শ্রীমতী মনীষা নাথ,** ঠিকানা ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৬.১২.২০২৫ এবং সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তির বিস্তারিত : ফ্ল্যাট নং ২/এ (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে), পরিমাপ ৬৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ৩য়তল ভবনের নাম "শ্রীমা", ৯৫৮ পূর্বাচল রোড, ওয়ার্ড নং ১০৬ , থানা কসবা, কলকাতা- ৭০০০৭৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	১৮,০০,০০০.০০ টাকা	১,৮০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ০৬.১২.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Chola
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ এবং সি৫৫,৪, থিরু ৬ কেএ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি নোটিশ জারি করেছেন, যাতে ঋণগ্রহীতা হিসেবে আপনাকে (নীচে উল্লিখিত নাম এবং ঠিকানা) উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এর সাথে পড়ুন। উপরে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডকে এখানে উল্লেখিত পরিমাণের জন্য চার্জ এবং তার উপর সুদ প্রদান করতে হবে। ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধানের প্রতি, উপলব্ধ সময়ের সাথে সাথে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

ক্রম নং	লোন এ/সি নং এবং ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১	লোন এ/সি নং : HL23RJR000114616 শ্রী/শ্রীমতি রাজু মজুমদার শ্রী/শ্রীমতি দীপা মজুমদার, উভয়ের ঠিকানা : ভিটিসি-সিরাজপুর, পো : চাকলা,সাব জেলা : দেগঙ্গা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৪২৪। উভয়ের ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থতল, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, এন ডি পি আই বিজয় লক্ষ্মী কলোনি, পো নবপল্লি, ওয়ার্ড নং ০৫, বারাসত পুরসভা অধীন, লক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা : নোয়াপাড়া, থানা বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৬	০৫.০৯.২০২৫	২০৬৩৪৫১ টাকা (কুড়ি লাখ তেষট্টি হাজার চারশ একান্ন টাকা) ২০.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	হোল্ডিং নং ১৬৩, এন ডি পি আই বিজয় লক্ষ্মী কলোনি, ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থতল,(দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে), পো নবপল্লি, ওয়ার্ড নং -০৫, বারাসত পুরসভা অধীন, লক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা নোয়াপাড়া, থানা বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭০০১২৬, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি : নথি অনুযায়ী : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, দক্ষিণে : ১৮ ফুট চওড়া নবপল্লি সার্কুলার রোড; পূর্বে : ভবন নাম : প্রথমা অ্যাপার্টমেন্ট, পশ্চিমে : এল/ও সব্যসাচী মজুমদার। সাইট/প্রকৃত অনুযায়ী : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; দক্ষিণে : ১৮ ফুট চওড়া নবপল্লি সার্কুলার রোড, পূর্বে : জি-৪ তলা ভবন নাম প্রথমা অ্যাপার্টমেন্ট, পশ্চিমে : জি-৪ তলা অ্যাপার্টমেন্ট।	দখলের তারিখ - ০২.১২.২০২৫

তারিখ : ০২.১২.২০২৫
স্থান - উত্তর ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
ইউনাইটেড রয়্যালফ্যাব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর
বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ইউনাইটেড রয়্যালফ্যাব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৪.১০.২০১১
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U29253WB2011PTC168820
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	নবনগর স্ট্রিট নাঙ্গি পারবাংলা বাটানগর, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪০
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০৩.১২.২০২৫ (এনসিএলটি কলকাতা সিপি (আইবি) নং ৩৫৯/কেবি/২০২৪ তারিখ ০৩.১২.২০২৫ নির্দেশ মোতাবেক, আইআরপি কর্তৃক ইমেল মাধ্যমে এনসিএলটি থেকে অর্ডার গৃহীত হয়েছে ০৪.১২.২০২৫ তারিখে)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০১.০৬.২০২৬ (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম : নীরজ আগরওয়াল রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00130/2017-2018/10272
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	নথিভুক্ত ঠিকানা - ম্যাট্রিক্স টাওয়ার, ডিন ২৪, ৫ম তল, রুম নং ৪০৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ নথিভুক্ত ইমেল আইডি : niraj@execonservices.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	যোগাযোগের ঠিকানা - ম্যাট্রিক্স টাওয়ার, ডিন ২৪, ৫ম তল, রুম নং ৪০৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ ইমেল আইডি : united.cirp@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭.১২.২০২৫
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	আইআরপি তথ্য মোতাবেক প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	আইআরপি তথ্য মোতাবেক প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক) Web link:https://ibbi.gov.in/en/home/downloads খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **ইউনাইটেড রয়্যালফ্যাব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **৩ ডিসেম্বর ২০২৫** তারিখে।
ইউনাইটেড রয়্যালফ্যাব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৭ ডিসেম্বর ২০২৫** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
নীরজ আগরওয়াল - অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
মেসার্স ইউনাইটেড রয়্যালফ্যাব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00130/2017-2018/10272
এএফএ নং AA1/10272/02/311225/107655
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
তারিখ : ০৬.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

হাইকোর্টের বাবরি মসজিদের শিলান্যাসে হস্তক্ষেপ না করাকে ‘সংবিধানের জয়’ অ্যাখ্যা হুমায়ুনের

অনুষ্ঠানে থাকবেন দুবাই, সৌদি থেকে আগত মৌলানারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: বেলডাঙা ও রেজিনগরের সংযোগস্থলে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে হচ্ছে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস। জোরকদমে চলছে তার প্রস্তুতি। হাইকোর্ট এই মামলায় হস্তক্ষেপ না করায় প্রস্তুতিপর্ব আরও জোড়াল হয়েছে। এদিন সকালে ছেডিয়ানিতে প্রস্তুতিপর্ব খতিয়ে দেখতে যান তৃণমূলের সদ্যো বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন। হাইকোর্ট মামলায় হস্তক্ষেপ না করায় 'সাংবিধানের জয়' বলেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন হুমায়ুন। পাশাপাশি তৃণমূলের অন্দরের কথা প্রকাশ করে রাজ্যের শাসকদলকে কার্যত পথে নামিয়ে আনলেন হুমায়ুন। রাজ্য সরকারের তোলাবাজি, বিজেপির সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের আঁতাত, সমঝোতার অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছেন তিনি। এদিন ছেডিয়ানিতে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের শিলান্যাসস্থলে উপচে পড়ে হুমায়ুন সমর্থকদের ঢল।

বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে রয়েছে। এরমধ্যে হাইকোর্টে এই মামলায় হস্তক্ষেপ না করায় হুমায়ুন সমর্থকরা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। উচ্ছ্বসিত হুমায়ুন নিজেও। ১২ নম্বর রাজ্য সড়কের পাশে জোর কদমে চলছে বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের প্রস্তুতি। শুক্রবার সকালে সেখানে যান তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাজার দু'য়েক অনুগামী। শনিবার দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে শিলান্যাসের অনুষ্ঠান। হুমায়ুনের কথায় সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যে দুবাই, সৌদি থেকে মৌলানারা গুজরাটে এসে পৌঁছেছেন। তিনি জানান, দেশ বিদেশ থেকেও বাবরি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। সেইমতো শনিবার যাতে আইনশৃঙ্খলার কোনও অবনতি না হয় তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, শনিবার বেলডাঙায় নামানো হচ্ছে ১৮ কোম্পানি বিএসএফ জওয়ান। বিভিন্ন জেলা থেকে আনা হচ্ছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী। থাকছে র‌্যাফ। বেলডাঙা ও রেজিনগর এলাকা কার্যত পুলিশের দখলে থাকছে বলেই জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। এদিকে হুমায়ুন জানিয়েছেন, 'বহরমপুর থেকে পলাশি জাতীয় সড়কের ৪০ কিমি বাবরি মসজিদ সমর্থকদের দখলে থাকবে।' তবে তিনি এও জানিয়েছেন, 'পুরো পরিস্থিতি দেখতে দু'হাজার ভলান্টিয়ার রাখা হচ্ছে। আমরা কোনোভাবেই চাইব না কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটুক। পুলিশ প্রশাসনও বিষয়টি দেখবেন।' এদিকে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার আগেই তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে হুমায়ুনকে। এদিন তাঁর তৃণমূল কংগ্রেস ও বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা ছিল। কিন্তু আজও তিনি পদত্যাগ করেননি।

থানায় নির্মম অত্যাচার যুবককে, কাঠগড়ায় কালিয়াচক থানার একাংশ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরনো একটি খুনের ঘটনায় এক যুবককে থানায় তিনদিন ধরে আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার চালানোর অভিযোগ উঠল কালিয়াচক থানার একাংশ পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওই যুবককে কালিয়াচক থানার ইসলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে পালিয়ে যায় কয়েকজন পুলিশ কর্মী বলে অভিযোগ। এরপর হাসপাতাল থেকেই অসুস্থ যুবকের পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়। ওই যুবকের পরিবারের অভিযোগ, কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি খুনের ঘটনার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের বাড়ির ছেলেকে মঙ্গলবার রাতে ডেকে পাঠায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। এরপর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ ছিল না। পুলিশের কাছে জানতে চাইলেও কোনরকম কিছু জানানো হয় নি। এরপরেই সিলামপুর হাসপাতাল থেকে ফোন করে জানানো হয়, তাঁদের বাড়ির ছেলে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি রয়েছে। একদিন রাতেই যুবককে শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে দেন চিকিৎসকেরা। এদিকে এই ঘটনার পর ওই যুবকের পরিবার স্থানীয় গ্রামবাসী ও কালিয়াচক ১ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের সহযোগিতা নিয়ে রাতেই সংশ্লিষ্ট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশের এরকম নির্মম অত্যাচারের বিষয়টি অসুস্থ যুবকের মুখ থেকে শোনার পর বেজায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কালিয়াচক ১ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। সংশ্লিষ্ট ব্লকের দলীয় সভাপতি সারিউল শেখ জানিয়েছেন, ‘এই ধরনের অত্যাচার কোনভাবেই মানা যায় না। পুরো বিষয়টি লিখিত আকারে পুলিশ সুপারের কাছে জানানো হবে। যারা অত্যাচার চালিয়েছেন সেই সব অফিসারদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা না-নিলে থানার বাইরে আন্দোলন শুরু করা হবে।’ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিত যুবকের নাম জিয়াউল হক (২৮)। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার যদুপুর এলাকায়। পেশায় সে রং মিস্ত্রি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত২৫ নভেম্বর রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় আজাহার আলি (৫৫) নামে এক পাঁপড় বিক্রেতার। ওইদিন রাতে কালিয়াচক থানার কাশিমনগর এলাকার একটি মেলা থেকেই পাঁপড় বিক্রি করে ফিরছিলেন ওই বিক্রেতা। কাশিমনগর এলাকার একটি নির্জন রাস্তায় কয়েকজন যুবক তার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে বলে অভিযোগ। বাঁধা দেওয়ায় ওই পাপড় বিক্রেতার মাথায় গুলি করে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারি নি বলে অভিযোগ। এদিকে মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিয়াউল জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার রাতে তাঁকে কালিয়াচক থানায় ডেকে পাঠায় এক পুলিশ কর্তা। যেহেতু সে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে এবং ওইদিন মেলা গিয়েছিল ফলে তাঁকে এই খুনের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তিনদিন ধরে তাকে থানায় আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে কয়েকজন পুলিশ অফিসার । জল খেতে চাইলে তাকে মূত্র খাওয়ানোর হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে সুচ ফোটানো হয়েছে। লাঠি ও ভারি বস্তু দিয়ে পায়ের তলায় একাধিকবার আঘাত করা হয়েছে। অত্যাচারের জেরে সে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। বাম কানে শুনতে পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ বিপাকে পড়েই তাকে কোনরকমে কালিয়াচকের সিলামপুর হাসপাতালে ভর্তি করে পালিয়ে যায়। যদিও এপ্রসঙ্গে কালিয়াচক থানার পুলিশের পক্ষ থেকে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘কি ঘটনা ঘটেছে কিছুই জানা নেই। তবে আমার কাছে এব্যাপারে লিখিত কোনও অভিযোগ আসলে অবশ্যই বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পশ্চিম মেদিনীপুরে মৃত ভোটার নেই ৩৫টি বুথে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: এসআইআরে পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রায় ৩৫টি বুথে কোনও মৃত ভোটার চিহ্নিত না হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্য জুড়ে এসআইআরে স্থানান্তরিত এবং মৃত ভোটারদের চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে। কিন্তু জেলার এই ৩৫টি বুথে গত এক বছরে একজনও মারা যাননি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে চাপানোত্তর শুরু হয়েছে। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিএলওদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মৃত ভোটারদের নাম তালিকায় রেখে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ অবশ্য তৃণমূল অস্বীকার করেছে। জেলার নির্বাচন অধিকরণ সূত্রে জানা গেছে, বিষয়টি ফের অনুসন্ধান করে দেখার জন্য বিএলও -দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই মতো যাচাই করে দেখাও হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে বলা হচ্ছে, প্রতিটি বুথে ১২০০ থেকে ১৪০০ ভোটার রয়েছে। তাদের মধ্যে গত এক বছরে একজনও মারা যাননি এরকম হতে পারে না। পুনরায় ভালোভাবে যাচাই না করা হলে নতুন তালিকাতেও ভুতুড়ে ভোটার রয়ে যাবে। জেলার ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১১টি থেকেই মৃত্যুহীন বুথের তথ্য সামনে এসেছে। তার মধ্যে ঘাটাল বিধানসভা থেকে ১১টি এবং সবং বিধানসভা থেকে ৯টি বুথে একজনও মারা যাননি। শুধু মৃত্যুই নয়, সমস্ত এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ার পর দেখা যাচ্ছে, একজন স্থানান্তরিত ভোটারও নেই। এতেই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সিইও দপ্তরে আগেই অভিযোগ করেছিলেন, ‘তৃণমূল নেতারা মৃত ভোটারের নামে জন্মের শংসাপত্র তৈরি করে তাদের তালিকায় রেখে দেওয়ার চেষ্টা করছে।’ তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যোৎ ঘোষ বলেন, ‘এক্ষেত্রে তৃণমূলের কিছু করার নেই। নির্বাচন কমিশনের কর্মী হিসেবে বিএলও-রা সমস্ত কাজ যাচাই করছেন। তারা নিশ্চিত হলে কাউকে মৃত চিহ্নিত করতেই পারে। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পরিবার এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা কোনও ভোটারের মৃত্যুর কথা স্বীকার করলেও মৃত্যুর শংসাপত্র না দেখানোর ফলে বিএলও-রা ওই ভোটারকে মৃত বলে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন।

সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির ব্যানারে সহায়তা ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: এবার ঘটল নজিরবিহীন এক ঘটনা। সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে বসেই রীতিমত বিজেপির ব্যানার টানিয়ে করা হল সিএএ এবং এসআইআর সহায়তা ক্যাম্প। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার উপনে এলাকার ঘটনা। প্রায় ৯০ দশক ধরে রয়েছে সিপিএমের দলীয় কার্যালয়। বুধবার বিকেলে সেই কার্যালয়ে তালা খুলে ভেতরে দলীয় পোস্টার টাঙিয়ে ক্যাম্প করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিষয়টি সামনে আসতেই সিপিএমের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, কার্যালয়ের চাবি খোকন মহান্ত নামে সিপিএমের এক পার্টি সদস্যের কাছে ছিল। তিনি বিজেপির সঙ্গে মিশে এই কাজ করেছেন। দলীয় নেতৃত্বরা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না।’ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এনিয়ে প্রতিবাদ সভা করে সিপিএম নেতৃত্ব। সূত্রের খবর দলীয়ভাবে খোকনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেবেন তারা। আইনশৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না হয় তাই খবর পেয়ে অবশ্য হাবড়া থানার পুলিশ গিয়ে খোকনের কাছে থাকা সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ের চাবি এলাকার সিপিএম নেতৃত্বর হাতে তুলে দিয়েছে। ‘বিজেপির জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সিপিএম কার্যালয়ে চলেছে ওই ক্যাম্প’ কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। তৃণমূল নেতা পুলক চ্যাটার্জি জানান, ‘দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন নিরাজ্যে সিপিএম ও বিজেপির আঁতাত রয়েছে। ভোট এলে সিপিএমের ভোট বিজেপিতে পড়ে সিপিএম শূন্য হয়।’ সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির ক্যাম্প সেই ঘটনারই প্রমাণ দেয়।

চন্দননগরে জেলা গ্রামোন্নয়ন ও আনন্দধারা আনন্দমেলার উদ্যোগে জেলা ৫ম সৃষ্টিশ্রী মেলার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

SBI — এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি আই পি রোড,
কলকাতা - ৭০০০৫৪ ইমেল - sbi.15342@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী সমীরণ ঘোষ,** **ঠিকানা :** দিঘা বটতলা, গ্রাম এবং পো : দিঘা, থানা গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত, পিন : ৭৪৩২৪৫। জামিনদাতা : **১) সমীর ঘোষ,** **২) মৌসুমী ঘোষ,** **উভয়ের ঠিকানা :** দিঘা বটতলা, গ্রাম এবং পো : দিঘা, থানা গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত, পিন : ৭৪৩২৪৫। **হোম লোন এ/সি নং ৩০৩৭৬০৩৭৫০৮। শাখার নাম : এইচএলসি বিধাননগর।**	**অংশ -১** (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুণ সকল দায়বদ্ধ সম্পত্তি তথা চালু সম্পদ -মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ারস এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত **(তপশিল বি)**, দায়বদ্ধ মজুত এবং বুক ডেটস। **অংশ -২** (অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি নথিতে উল্লিখিত মতে বন্ধকদত্ত নথি/দলিল **(তপশিল বি)** অনুযায়ী বিস্তারিত উল্লেখ করুন)। **সম্পত্তি বিস্তারিত :** **দলিল নং ১-৩৯৫৬-১৮.১২.১৯৯৮।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ০২ ডেসিমেল কমবেশি তদস্থিত একতলা নির্মাণ অবস্থিত মৌজা দিঘা, জেএলনং ৭৮, তৌজি নং ৩৩৮৫, আরএস/এলআর দাগ নং ৮৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৪১৭, এলআর খতিয়ান নং ৯১১, পিন -৭৪৩২৪৫, থানা গাইঘাটা, ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও- চাঁদপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি **সমীরণ ঘোষ** এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে গোপাল দাস, দক্ষিণে : নিরাপদ ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে : সাধারণ সড়ক, পশ্চিমে : সুখলাল বিশ্বাস।	১৭.১১.২০২৫	২৪.০৭.২০২৪	**১,১৩,৫৭০.৯৯ টাকা** (এক লাখ তেরো হাজার পাঁচশ সত্তর টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) **১৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৬.১২.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তনুশ্রী চৌধুরি, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৩.০১.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : **শ্রী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি** পিতা শ্রী রাজীব চ্যাটার্জি, **ঠিকানা :** ৯২৭/ডি, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, ঘোলা , উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১০	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ০১ কাঠা ০২ ছটাক ০২ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত এক তলা বসবাসের ভবন পরিমাপ আনুমানিক ৪৯৮ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ঘোলা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১০৩, আরএস দাগ নং ১৩৫০, এলআর দাগ নং ২০৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৯৭/২, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৮৮, হোল্ডিং নং ৯২৭/ডি, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ পানিহাটি পুরসভা অধীন, থানা ঘোলা, ওয়ার্ড নং ২৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা)। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৫২৪ থেকে ২০২৪, পৃষ্ঠা ৩০৭৮০ থেকে ৩০৭৯৯। **দলিল নং ১৫২৪০১০৪৪-২০২৪ সালের। সম্পত্তি শ্রী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি,** পিতা শ্রী রাজীব চ্যাটার্জি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরতি বণিক এর ভবন; পূর্বে : তারুক আচার্য এর ভবন; দক্ষিণে : ইন্দ্রজিৎ যাদব এর ভবন; পশ্চিমে : ১৪ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক এবং সত্যরঞ্জন পালের ভবন। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	২১.০৫ লাখ টাকা (একুশ লাখ পাঁচ হাজার টাকা) ২০.০৩.২০২৫ অনুযায়ী এবং ২১.০৩.২০৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫	ক) ২১,৭৯,৮০০.০০ টাকা খ) ২,১৭,৯৮০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৬.০১.২০২৬ এবং ০৯.০১.২০২৬	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৬.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৩.১২.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা(গণ) : **শ্রী সুমিত কুমার বোস,** পিতা সুনীল কুমার বোস এবং **শ্রীমতি রাখী কুন্ডু,** স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থ তলে, উত্তর -পূর্ব কোনে, ব্লক -২ ভবনের বসবাসের কমপ্লেক্স নাম কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ২ বেড রুম, ১ কিচেন,২ টয়লেট, ১ হল এবং ১ ব্যালকনি, জমির চিহ্নিত অংশে নির্মিত, বিস্তারিত প্রথম তপশিল উল্লিখিত মতে এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি বালি পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু শায়র রোড, পো : বেলুড় মঠ, থানা বালি, জেলা হাওড়া, -৭১১২০২, ওয়ার্ড নং ১২। **সম্পত্তি শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু** এর নামে উল্লেখ্য **দলিল নং ০৩৭৪৭-২০১০,** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪৩, এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লাখ তিন হাজার আটশ আশি টাকা) ২৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২৭.১০.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২১,০২,০০০.০০ টাকা খ) ২,১০,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.১২.২০২৫ এবং ১৭.১২.২০২৫
২.	ঋণগ্রহীতা(গণ) : **শ্রী অরিজিৎ মিত্র** পিতা শ্রী গৌর মিত্র	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-২, ২য়তলে, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৭ বর্গফুট কমবেশি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস নং ১, পরিমাপ ১২০ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বা স্বার্থ জমির উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৭, নন্দী পাড়া, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৩ অধীন কলকাতা পৌর সংস্থা এবং জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর অধিক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ণিত মতে **হস্তান্তর দলিল নং ১-১৬০৪০৫৪৮০ -২০২৩ সালের, সম্পত্তি শ্রী অরিজিৎ মিত্র, পিতা শ্রী গৌর মিত্র এর নামে। সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	৩২,৪৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ০৮.০৮.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৯,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.১২.২০২৫ এবং ১৭.১২.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৬.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কান্দি শাখা
নূতনহাট থানা রোড, পোঃ ও থানা- কান্দি
জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১৩৭

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) ও ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) ও ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কান্দি শাখা এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২৪.১২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “ যা আছে তা আছে” এবং “সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কান্দি শাখা** এর বকেয়া রাশি **২,০৯,৩৩,০৭৯.০০** টাকা (এক কোটি নয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার ঊনআশি টাকা মাত্র) (বিবি ১,৫৩,৩৯,৯৯৪.০০ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৫৫,৯৩,০৮৫.০০ টাকা) **০৫.১২.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এইচ. এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম,** অংশীদার- (১) জনাব বাবর আলী এবং (২) জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ, গ্রাম ও পোঃ- কুন্ডল, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৮-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এইচ. এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম অংশীদার- ১. জনাব বাবর আলী ২. জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ** গ্রাম ও পোঃ- কুন্ডল, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৮। **২. অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদার: জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক, গ্রাম- কাটনা, পোঃ- নবদুর্গা, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৮। **৩. অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদার: জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ, গ্রাম- বালিহাট, পোঃ- কান্দি, বালিয়া, থানা- খরগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৩৭। **খ) কান্দি শাখা**	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার ওপর নির্মিত পরিকাঠামো, যা কল্যাণপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-বড়ঞা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১৬৮ এর অধীনে মৌজা-কুন্ডল, জেএল নং ০১২-তে অবস্থিত। ১০.০১.২০২০ তারিখে নিবন্ধিত বন্ধকী দলিল নং ২২০/২০২০ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো-খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট জমির পরিমাণ- ৬০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং)। **স্বত্বাধিকারী: জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট জমির পরিমাণ- ৬০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং)। **স্বত্বাধিকারী: জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক।	**২,০৯,৩৩,০৭৯.০০** টাকা (এক কোটি নয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার ঊনআশি টাকা মাত্র) (বিবি ১, ৫৩,৩৯,৯৯৪.০০ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৫৫,৯৩,০৮৫.০০ টাকা) **০৫.১২.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ১০২.০০ কোটি টাকা (*)** (এক কোটি দুই লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১০.২০ লক্ষ টাকা** (দশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30295237019** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**
		খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৯, এলআর প্লট নং ১১৪৬, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.২৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট জমির পরিমাণ- ১.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.২৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট জমির পরিমাণ- ১.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক।		

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ :২৪.১২.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম, https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের ওয়েবসাইটে https://baanknet.com - এ সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার (গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৫.১২.২০২৫ / স্থান: কান্দি — **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিগো বিপর্যয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: বিপর্যস্ত ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা। একদিন নয়, টানা তিন ধরে একই অবস্থা। দেশজুড়ে বিমানবন্দরগুলিতে যাত্রী ভোগান্তি চরমে। পরিষেবা স্বাভাবিক হতে আরও ৭২ ঘণ্টা সময় লেগে যেতে পারে। তবে কী কারণে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, তা খতিয়ে দেখতে এ বার উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্র। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নায়ডু এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।

পিআইবি জানিয়েছে, 'ভারত সরকার ইন্ডিগো বিপর্যয়ের বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। ইন্ডিগোতে কী কী ভুল হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। সেই বিষয় পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করা হবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব চাওয়া হবে। যাত্রীরা যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না-হন, তা নিশ্চিত করাই সরকারের অগ্রাধিকার।' বিবৃতি অনুযায়ী, ইন্ডিগো বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী এই ঘটনার আনুষ্ঠানিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কী ভুলের কারণে পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, তা খতিয়ে দেখা হবে এই তদন্তে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না-ঘটে, সেই কারণে এই তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

গত ৩ দিনে ইন্ডিগোর প্রায় ৩ হাজার ৪০০ উড়ান বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে শুক্রবারই বাতিল হয়েছে ৬০০ বিমান। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন যে অধিকাংশ বিমানবন্দরে আটকে রয়েছেন শ'য়ে শ'য়ে বিমানযাত্রী। কেউ অফিসের কাজে, কেউ

চিকিৎসার জন্য, ইন্ডিগো বিমানে যাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ করেই বিমান বাতিল হওয়ার কারণে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি বহু যাত্রী। এমনকী, ইন্ডিগোর বিমান বাতিলের কারণে বিয়ে করতেও যেতে পারেননি বর। বিয়ের রীতি-আচার সারতে হয়েছে অনলাইনে। বুধবার থেকে এখনও পর্যন্ত কলকাতা বিমানবন্দর থেকে যাওয়া এবং আসার ক্ষেত্রে শিডিউলে থাকা ৪৬৮টি বিমানের মধ্যে বাতিল হয়েছে ৯২টি বিমান, দেরিতে ওঠানামা করেছে ৩২০টি বিমান। দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি হবে এমন কোনও আশ্বাসও দিতে পারছে না বিমান সংস্থা।

বিমান সংস্থাগুলিকে বিশেষত ইন্ডিগোকে তাদের পরিষেবা স্বাভাবিক করতে এবং যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির উপর সর্বদা নজর রাখছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলির তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। বিমান পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য ওই কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করা যাবে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় আসরে নেমেছে দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। বিমানমন্ত্রী নায়ডু সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর মন্ত্রকের আধিকারিক এবং ইন্ডিগো কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এর আগে ইন্ডিগোর তরফে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানানো হয়েছিল যে, তাদের পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক করার জন্য ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক। তার মধ্যেই কেন্দ্রের তরফে ইন্ডিগো-কে ছাড় দিয়ে শ্রম বিধি শিথিলও করা হয়েছে।

বিমান সংস্থা তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার সমস্ত ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। একইসঙ্গে ইন্ডিগো জানিয়েছে, এই সমস্যার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত যাত্রী স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের টিকিট বুকিংয়ের পুরো অর্থই ফেরত পাবেন। ৫ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্ডিগো বিমানে টিকিট কাটা থাকলে তা বাতিল বা সফরসূচি পরিবর্তিত হলে যাত্রীরা ভাড়া বাবদ পুরো অর্থই ফেরত পাবেন।

মাওবাদী অধ্যুষিত গোগুণ্ডার পাহাড় চূড়ায় বসল সিআরপিএফের ক্যাম্প

রায়পুর, ৫ ডিসেম্বর: মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ের সুকমার গোগুণ্ডায় প্রথমবার ক্যাম্প করল সিআরপিএফ। এই এলাকায় আগে কোনও রাস্তা ছিল না। এমনকী ছিল না পায়ে হাঁটা পথও। এই পদক্ষেপে এলাকার নিরাপত্তা বজায় রাখা সহজ হবে বলে আশা করছেন গ্রামবাসীরা। প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিস্থিতিতেও মাওবাদী-প্রভাবিত সুকমা জেলার গোগুণ্ডা এলাকার একটি প্রত্যন্ত পাহাড়ের চূড়ায় একটি সিআরপিএফ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে কোনও রাস্তা ছিল না। এই পদক্ষেপটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত আদিবাসী গ্রামগুলিতে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি পৌঁছে দিতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই বিষয়ে সিআরপিএফের ৭৪ বর্গ কমান্ড্যান্ট হিমাংশু পান্ডে বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দৃষ্টিভঙ্গি হল ৩১ মার্চ, ২০২৬ সালের মধ্যে নকশালবাদ নির্মূল করা। ৭৪তম ব্যাটালিয়ন ২০ অক্টোবর গোগুণ্ডা ক্যাম্প স্থাপন করে। ক্যাম্পটি প্রায় ৬৬২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত, একটি কঠিন ভূখণ্ড। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রাস্তা, যার অস্তিত্ব ছিল না। সুকমা পুলিশ, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ৭৪তম ব্যাটালিয়ন এবং ডিআইজি সুকমা রেঞ্জের সহায়তায়, আমরা গত পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে এখানে দায়িত্ব পালন করছি। এই দায়িত্ব পালনের সময়, আমরা রাস্তা নির্মাণে সহায়তা করেছি। এটি শুরু থেকেই একটি অত্যন্ত দুর্গম এলাকা হিসাবে বিবেচিত এবং নকশালদের জন্য একটি নিরাপদ আস্তানা ছিল।

শ্রীনগরে এনআইএ তল্লাশি

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর: লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে আরও অগ্রগতি। শুক্রবার শ্রীনগরের বাটমালু এলাকায় এক এয়ার কন্ডিশনিং টেকনিশিয়ানের বাড়িতে তল্লাশি চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। ওই টেকনিশিয়ানকে আগেই এই মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

এনআইএ-র এক আধিকারিক জানান, ধৃত তুফায়েল নিয়াজ ভাটের ছেলের সঙ্গে হামলাকারী ড. উমর ফারুকের যোগাযোগ ও অস্ত্র জোগান সংক্রান্ত যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে এনআইএ পুরো বাড়ি তল্লাশি করে। এটি ফলো-আপ তদন্তের অংশ বলেই জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

উত্তরাখণ্ডে খাদে পড়ল বাস, মৃত ৫

পিথোরাগড়, ৫ ডিসেম্বর: বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ২০০ মিটার গভীর খাদে গিয়ে পড়ল বাস। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের এই দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম আরও পাঁচ জন। পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মী ও স্থানীয় লোকজন দশ জনকে উদ্ধার করে লোহাঘাট হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক পাঁচ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিল একটি বাস, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

Notice Inviting Online/ e-Tender
The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR BDO & PS/25/ 2025-26, Dated- 04/12/2025.** Last Date of Bid Submission : **03/01/2026 & BHATAR BDO & PS/26/2025-26, Dated- 04/12/ 2025.** Last Date of Bid Submission : **03/01/ 2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

Office of the Herambagopalpur Gram Panchayat
Patharpratima Block, South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER
Online e Tender is invited from the bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender **website.- https://wbtenders. gov.in NIT No–24/657/ XV FC–TIED/NIT/ HGP/ 2025, Dt–04.12.2025. (Fund -: XV FC–TIED)**
Last date of bid submission- **07.01.2026**, Date of opening- **09.01.2026.** For details Pl. contact the Office of the Herambagopalpur Gram Panchayat, South 24 Pgs
Sd/- Pradhan
Herambagopalpur G.P

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1996/25-26 Dated 04.12.2025	Repair & Upgradation Work of Covered Drain From H/O Arnab Naskar to H/O Gopal Das via H/O Uttam Das in Ward No.-06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-224,(Proposal Serial No.-01),Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,17,867.00

Bid Submission end date: **02.01.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Construction of Concrete Platform with CGI Shed at Ganatantric Colony, Booth No.-163, Ward No.-24, Borough No.-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/445(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_966904_1 • Est. Amt: Rs. 8,07,081.00
2) Name of the Work : Repairing of Road from Dulal Bagdi house to Basanti Bagdi house via Prasenjit Badyakar to K. Roy house, Booth No.-163, Ward No.-24, Borough No.-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/445(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_966904_2 • Est. Amt: Rs. 1,82,324.00
3) Name of the Work : Repairing of Bituminous Road from Kakali Majhi House to Buddha Mandir Market, N. N. Colony at Ward No.-21, Booth No.-138, Borough No.-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/501(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_966962_1 • Est. Amt: Rs. 6,83,638.00
4) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole, UG PVC Armoured Cable and LED street light fittings near Buddha Mandir Market, N. N. Colony, Ward No.-21 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/501(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_966962_2 • Est. Amt: Rs. 89,599.00
5) Name of the Work : Measurement of Kitchen Shed at N. N. Colony High School, Booth No.-138, Ward No.-21, Borough No.-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/501(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_966962_3 • Est. Amt: Rs. 1,97,338.00
6) Name of the Work : Improvement of illumination with LED street light fittings near Saha Decorator, N. N. Colony, Ward No.-21 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/501(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_966962_4 • Est. Amt: Rs. 14,986.00
7) Name of the Work : Construction of CGI Shed with Concrete Platform at NIT 7 No. Gate Basti, Booth No.-146, Ward No.-21, Borough No.-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/444(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_967405_1 • Est. Amt: Rs. 6,98,306.00
8) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole as mini high mast, UG PVC Armoured Cable and LED Street light fittings at NIT 7 Nos. Gate Basti under Ward No.-21 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/444(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_967405_2 • Est. Amt: Rs. 1,08,729.00
9) Name of the Work : Construction of Road and Drain from Anita Kar House to Sanatan Ruidas House, Booth No.-146, Ward No.-21, Borough No.-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/444(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_967405_3 • Est. Amt: Rs. 1,92,247.00
10) Name of the Work : Measurement of a ICDS Centre at Subhas Pally, Booth No.-169, Ward No.-26, Borough-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/508(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_967752_1 • Est. Amt: Rs. 3,50,093.00
11) Name of the Work : Repairing of Roof at Subhas Pally F.P.School, Booth No.-169, Ward No.-26, Borough-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/508(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_967752_2 • Est. Amt: Rs. 2,63,267.00
Last Date: **03.01.2026 upto 01:00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, DMC

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Expression of Interest (EOI) has been invited by The WBSCARD Bank Ltd. under **Memo No. 2159/P-II/Admn./1584 dated November 25, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_ 959536_1** from experienced resourceful and reputed Catering Service Providers including Self-Help Groups (SHGs) for short listing of Catering Service Providers for Running of Canteen & Kitchen at ICMARD -Training Institute of The WBSCARD Bank Ltd. located at 14/2 C.I.T Scheme - VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700067.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **December 26, 2025.**
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**
November 27, 2025 Sd/- Managing Director

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 02 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/222/BM/2025-26/APAS Date: 05.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5000114_1, 2025_MAD_5000114_2.
Bid Submission Start date- **05.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **10.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **13.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date: **15.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer Bongaon Municipality.**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৩.১২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-এস-০১- ২৫-২৬। কাজের নাম** শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (III)/শিয়ালদহ এবং সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (I)/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রাধীনে সাইটের প্রয়োজন অনুযায়ী রেল লুব্রিকেটের জন্য লুব্রিকেটর সরবরাহ, লুব্রিকেটর প্রতি ন্যূনতম মাসিক ২০ কেজি সহ ট্র্যাক ভিত্তিক রেল লুব্রিকেটর (১ কিমি ক্যাটিগরির ইলেক্ট্রনিক টাইপ) সরবরাহ, সংস্থাপন, চালুকরণ ও পরিচালনা। সম্পূর্ণ সিস্টেম ৫ বছরের জন্য আরডিএসও-এর টেকনিক্যাল মাপকাঠি আইআরএস টি-৪৮ অনুযায়ী হতে হবে (মোট ২৬টি)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৯৫,৫৪,২৮৩.৬০ টাকা। **ইএমডিঃ** ৩,৪৭,৮০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৬৬ (ছেষট্টি) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। সার্ভিস কন্ট্র্যাক্টের জন্য জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০১৮ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। (SDAH-287/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Mallickpur Gram Panchayat
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 54 Nos. scheme vide **NIT No.: i) 537/MGP/2025-26 (Sl. 1-40), ii) 538/MGP/2025-26 (Sl. 1-6), iii) 539/MGP/2025-26 (Sl. 1-3), iv) 540/MGP/2025-26 (Sl. 1-3) & v) 541/MGP/2025-26 (Sl. 1-2), Date: 01.12.2025** under **APAS Fund.** Date of Sale of Tender Form : **08.12.2025 to 30.12.2025.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **30.12.2025 up to 02:00 PM.** Date of Opening of Tender : **02.01.2026 at 02:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & also available at undersigned G.P. Office.
Sd/- Pradhan
Mallickpur Gram Panchayat

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. - WBMAD/UM/662/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 05.12.2025, WBMAD/UM/663/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 05.12.2025
(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd /- Executive Officer, Uluberia Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

E-TENDER NOTICE
e-tender is hereby invited by undersigned **145/KHARI/ APAS/ 2025-26,** Dated: **05/12/2025** to End Date- **06/01/2026** Date of opening: **08/01/2026**
For more details visit the said website- **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Khari Gram Panchayat, Mathurapur-II Block

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
SFDCL invites e-tender from eligible bidder regarding Supply of Scampi Feed, Shrimp Feed, Shrimp Seed & Mullet Seed. Details of which are appended below:– **NIT Details: SFDC/MD/ NIT/ Inland / 2025 - 26/31(e) to 36(e).** Bid submission start date **05.12.2025,** Bid submission end date **25.12.2025,NIT Details: SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/ 37(e) to 42(e).** Bid submission start date **05.12.2025,** Bid submission end date **27.12.2025, NITDetails:SFDC/MD/NIT/ Inland / 2025 - 26/43(e) to 46(e).** Bid submission start date **05.12.2025,** Bid submission end date **29.12.2025**
For details visit : wbtenders.gov.in

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road in Ward No.- 02 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/223/BM/2025-26/APAS Date: 05.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5000133_1.
Bid Submission Start date- **05.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **10.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **13.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **15.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer Bongaon Municipality.**

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road in Ward No.- 03 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/224/BM/2025-26/APAS Date: 05.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5000142_1, 2025_MAD_5000142_2, 2025_MAD_5000142_3.
Bid Submission Start date- **05.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **10.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **13.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **5.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/Executive Officer Bongaon Municipality.**

OFFICE OF THE NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: **NGP-06/2025-2026 (2nd Call), Dated: 06-12-2025.** The last date for online submission of tender is **03-01-2026 (Saturday) upto 13:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting **Expression of Interest (EOI)** issued under **Memo No. 2096/Admn./25-26/663 dated November 27, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_961293_1** is hereby invited from reputed, registered, eligible Electrical Firms / Vendors having adequate experience and credentials in Electrical Designing & Estimation for Selection of **Consultant** for conducting different works as mentioned below for the Indoor type Electrical Sub-Station of its ICMARD Building, situated at Block - 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultdanga, Kolkata – 700 067: -
1. Arrangement for Survey of the Indoor type Sub-Station for exploring and understanding the Scope of Work for Replacement of Main Electrical Low Tension Panel Board of the ICMARD Building.
2. Arrangement for Detailed Electrical Load Survey (Floor wise) of the ICMARD Building and submission of Report against it both in soft and hard mode.
3. Preparation & submission of Detailed Drawings of new Electrical Low Tension Panel Board [CPRI approved] of the ICMARD Building including in-built 150 KVAR APFC Capacitor Bank and its Panel. The prepared Drawing should be submitted both in Hard Mode (Colour Printed) as well as in Soft Mode (in .dwg format).
4. Preparation of Estimate (Scope of Work including approximate cost) based on the Schedule of Rates for Electrical Works, Volume – I, November, 2017, PWD, Govt. of West Bengal, in case of PWD Scheduled Items and based on present market rate in case of PWD Non-Scheduled Items for Replacement of Main Electrical Low Tension Panel Board [CPRI approved] of the Building including in-built 150 KVAR APFC Capacitor Bank and its Panel and submission of the said Estimate both in soft and hard mode.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **December 27, 2025.**
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**
November 27, 2025 Sd/- Managing Director

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৪৩, তারিখ ঃ ০৫.১২.২০২৫। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৩৩২৫১৪৮৬বি	২২.১২.২০২৫	ব্রেক প্যাড (১টি এলএইচ ও ১টি আরএইচ)-এর নন অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক সেট ইত্যাদি	৪১৩০ সেট	১,৫৮,৩৯০
২	আইএফ২৫৬০১০	২৪.১২.২০২৫	কাস্ট স্টিল বোলস্টার ইত্যাদি	৩৯ টি	১,৪১,৭৪০
৩	৬০২৫০০৪৭	১৫.১২.২০২৫	২৫টি অ্যাক্সেল লোড, বিজি (১৬৭৩ মিমি.)-এর জন্য ১ ইন ১২ ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিংসমূহ উৎপাদন ও সরবরাহ	৬০০ সেট	২০,০০,০০০
৪	৬০২৫০০১২বি	৩০.১২.২০২৫	আরডিএসও ড্রয়িং নম্বরঃ টি-৯৭৯১ অনুযায়ী ২৫টি অ্যাক্সেল লোড-এর জন্য ১০১২৫ মিমি. কার্ভড স্যুইচ-এর উৎপাদন ও সরবরাহ	১২০০ সেট	৫০,০০,০০০
৫	আইই২৫৫৬৭৫	২৯.১২.২০২৫	২৫০ কেভিএ, ফেজ ডিজেল জেনারেটর সেট	০২ টি	১,২৩,৬৫০
৬	২৫২৫৩৫৮৩	১৭.১২.২০২৫	ডব্লুএপি-৪ লোকোর জন্য বুল গিয়ার ৫৮ টিথ	৩৭ টি	১,১৬,১৪০
৭	২৫২৫৩৬৫৯	২২.১২.২০২৫	মোটো সমেত ট্র্যাকশন মোটের ব্লোয়ার	৩৫ টি	১,৪০,৫০০
৮	২৫২৫৩৬৬৯	২৩.১২.২০২৫	ডব্লুএজি৭ লোকোস-এর জন্য গিয়ার হুইল ৬৫ টিথ	৫৭ টি	১,৯৩,৭১০
৯	২৯২৫৩৭৯৭	২৪.১২.২০২৫	ই৭০ ব্রেক সিস্টেমের ৯ ভাল্‌ভের বিবিধ কিটের সেট	১২৬ সেট	১,৯১,৮০০
১০	৬০২৫৫৪৪০	২২.১২.২০২৫	৬৪০০ মিমি. কার্ভড স্যুইচ সমেত ১ ইন ৮.৫ সিজারস্ ক্রস ওভারের উৎপাদন ও সরবরাহ	০২ সেট	১,৪৫,৭৭০
১১	৬০২৫৫৪৬৭	০১.০১.২০২৬	মোনো ব্লক ওয়াইডার প্রি-স্ট্রেসড্ কনক্রিট স্লিপার ইত্যাদি	২০০০০ টি	১৬,৯৩,৫৪০
১২	৬০২৫০১২১	০১.০১.২০২৬	ডাবল স্লিপ সহ ১ ইন ৮.৫ ডায়মন্ড ক্রসিং ইত্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহ	১৫ সেট	৮,৬৭,৩০০
১৩	৬৬২৫৫০১৭এ	০৫.০১.২০২৬	সিএসএম/ডিইউও (ওল্ড মডেল) মেশিন-এর জন্য টাংস্টেন কার্বাইড ট্যাম্পিং টুল (টিসিটিটি) ইত্যাদি	১৫ সেট	১,৯৬,৪৩০
১৪	২৯২৫৫০৫৭এ	২২.১২.২০২৫	এসি লোকোর জন্য হাই টেনসাইল ট্রাঞ্জিশন সিবি কাপলার ইত্যাদি	৬০ টি	১,৮১,৯৪০
১৫	৩৮২৫৩৯৬৩এ	০১.০১.২০২৬	ব্রেক পাইপের জন্য এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং ইত্যাদি	২৭৯৯০ টি	৯,০৪,৬০০
১৬	৯০২৫৩১১৩	২৬.১২.২০২৫	স্লিপ ফ্রি ফিনিশ স্টেইনলেস স্টিল শিট সাইজঃ ১.২৫মিমিx৩৩১০মিমি x৮১০মিমি	৩৪৬২০ কিগ্রা.	১,৬০,১৪০
১৭	৩১২৫১৪৮১বি	০২.০১.২০২৬	নন অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক "কে" টাইপ হাই ফ্রিকশন কম্পোজিট ব্রেক ব্লক ইত্যাদি	৭০৬৬৩ টি	৪,২৫,১৭০
১৮	৩৩২৫১৪৮৬সি	১২.০১.২০২৬	ব্রেক প্যাড-এর নন অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক সেট ইত্যাদি	৩৭১৭০ সেট	১৪,২৫,৪৭০
১৯	৩৩২৫৩১৮৭এ	০৭.০১.২০২৬	এলএইচবি নন এসি-র জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং (আউটার)	১৪১ টি	১,৫৪,৫৭০
২০	এএ২৫৫১৫৬	০৫.০১.২০২৬	বিআরএন-২২.৯ এম১ ওয়াগন-এর জন্য প্রযোজ্য কাস্ট স্টিল কাসনাব ২২-এইচএস বগি	৫৬ সেট	৩,২৩,১৪০

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-925)**

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender has been invited by The WBSCARD Bank Ltd. under **Memo No. 2346/Admn./1613 dated November 27, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_ 962438_1** from bonafide and resourceful Contractors/reputed Engineering Firms/ Companies/ Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials for Repairing, Renovation and Up-gradation of its Old Head Office Building located at 25D, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 017 for conversion of the said Building into 2nd Training Centre under ICMARD, the principal Training Centre of The WBSCARD Bank Ltd.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **December 26, 2025.**
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**
November 27, 2025 Sd/- **Managing Director**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 62, 68, 69, 70, 71, 72/PW/Eng/APAS/25 Dt. 18-09-25, 10-10-25, 14-10-25, 15-10-25, 16-10-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 75/PW/Eng/ APAS/25 Dt. 18-10-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Improvement of illumination with LED Street Light at Palashdiha School Round, Uttar Para Ground, Ward No.-32
e-Tender No. : WBDMC/W/510(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_966751_1 • Est. Amt: Rs. 51,927.00
2) Name of the Work : Improvement of illumination with LED Street Light at Uttar Para Near Sanjay Kr.Singh House
e-Tender No. : WBDMC/W/510(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_966751_2 • Est. Amt: Rs. 4,89,960.00
3) Name of the Work : Repairing of Drain Palashdiha Uttarpara, Ward No.-32
e-Tender No. : WBDMC/W/510(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_966751_3 • Est. Amt: Rs. 2,46,297.00
4) Name of the Work : Reconstruction of Culvert at Barafkalpara, Ward No.-32
e-Tender No. : WBDMC/W/510(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_966751_4 • Est. Amt: Rs. 1,09,442.00
Last Date : **01.01.2026 upto 02:00 p.m.**
5) Name of the Work : Improvement of illumination with LED Street Light at Tollyganj Para, Ward No.-3
e-Tender No. : WBDMC/W/516(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_967415_1 • Est. Amt: Rs. 1,79,692.00
6) Name of the Work : Construction of Drain at Tollyganj Para, Ward No.-33
e-Tender No. : WBDMC/W/516(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_967415_2 • Est. Amt: Rs. 1,38,880.00
7) Name of the Work : Construction of Community Shed at Faridpur, Ward No.-33
e-Tender No. : WBDMC/W/516(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_967415_3 • Est. Amt: Rs. 6,31,230.00
Last Date: **05.01.2026 upto 02:00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, DMC

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211
NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-07/25-26, Memo No-905, Date-03.12.2025
Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-op societies & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **05/12/2025.** Bid Submission End Date : **05/01/2026** and Bid Opening Date : **08/01/2026.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-11/25-26, Memo No-826, Date- 04/12/2025
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-13/25-26, Memo No-1074, Date- 04/12/2025
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **04.12.2025.** Bid Submission end Date- **05.01.2026.** Bid Opening Date- **07.01.2026.** For Details Please Visit website **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-09/25-26, Memo No-817, Date- 04/12/2025
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-14/25-26, Memo No-1075, Date- 04/12/2025
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-25/25-26, Memo No-1035, Date- 04/12/2025
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **04.12.2025.** Bid Submission end Date- **05.01.2026.** Bid Opening Date- **07.01.2026.** For Details Please Visit website **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Community Shed near Arjunpur F.P. School, W- 37.
e-Tender No. : WBDMC/W/517(APAS) of 25-27
Tender ID : 2025_MAD_967785_1 • Estimated Amount : 7,96,617.00/-
2) Name of the Work: Laying of PVC Underground Pipe Line for 3 Nos. Street Tap at Arjunpur Bauri Para, Mondal Para & Teli Para, W- 37.
e-Tender No. : WBDMC/W/517(APAS) of 25-27
Tender ID : 2025_MAD_967785_2 • Estimated Amount : 47,737.00/-
Last Date : 05th January 2026, up to 02:00 pm Sd/- Executive Engineer
For details : **wbtenders.gov.in** Durgapur Municipal Corporation

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

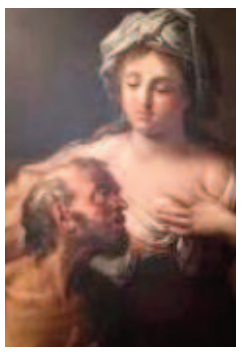

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শিল্প কোলাজে জীবন কলসে

কন্যাদুগ্ধে পিতৃজীবন

সুবীর পাল

কন্যাদুগ্ধে নিষিক্ত হয় পিতৃপ্রাণ। আহা কি অনন্ত অমৃত। কি অপার সুধা। আমাদের এই মানব বিশ্বে।

স্তন নিঃসৃত দুগ্ধ। মনুষ্য জীবনের নারীর এ এক একতরফা অমৃত তরলসুধা দানে। জীবনের ধারা বহণের নিঃস্বার্থ নিমিত্তে। নারীর কি মাতৃত্ব রূপের অপার দৃষ্টান্তে। শিল্পীর চেতনে শিল্পের তুলিতে। কখনও বা কন্যারূপে পিতার সমীপে, একেবারে সত্যের বেদিতলে।

আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা দেশ বরেণ্য কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসু তাঁর প্রশাসনিক মেয়াদ কালে একটি জনপ্রিয় স্লোগান কার্যকর করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের দূরতম দিগন্ত থেকে প্রতিটি প্রান্তরে। স্লোগানটি এরকম, 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান।' রাজনীতির ময়দানে এই স্লোগান সম্পর্কে বহুবিধ বিতর্ক উঠেছিল সমসাময়িক সময়ে, এটা ঠিকই। কিন্তু এই লেখ্য পটে সেই সমালোচনা কিন্তু কোনও ভাবেই আলোচ্য হয়ে উঠতে পারার অবকাশ নেই। এখানে তিনি মাতৃদুগ্ধের অসীমতম চিরকালীন গুরুত্বটা আসলে একটি উপমা হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। যা আজও খুব অনায়াসেই মনুষ্য সমাজের কাছে অনন্ত আদরণীয়।

আসলে মাতৃদুগ্ধ ও স্তনপান যে প্রকৃতির চেনা ছন্দের মধ্যে বিরাজমান অন্যতম এক ঐশ্বরিক আশ্চর্যতম মধুর দান। জীবকূল সহ মনুষ্য জীবনধারার অন্তরে বাহিরে এ যে এক ও একমাত্র চলমান প্রথমতম খাদ্য সূচক। এক মহা জাগতিক বিস্ময়কর জৈবিক আলোকবর্তিকায়। তবে মাতৃদুগ্ধের নিপাতনে সিদ্ধের পীঠস্থানে অপর তরলীয় মনিকাঞ্চন কন্যাদুগ্ধের উপস্রোতও কখনও কখনও কি যে অনিঃশেষ মানবতার উপকণ্ঠে অচিরেই পৌঁছে যায়, তার হদিস আর কেই বা রাখে!

স্তন্যপান সবসময় সহজ প্রাপ্য হয়ে ওঠে না একটি মানুষের কাছে, তাই এটি যে সর্বদাই প্রাকৃতিকগত মহার্ঘ্যই থেকে গেছে একেবারে স্বতন্ত্র পরিচয়ে। আসলে এটি ভালোবাসার উৎসর্গ নারীজাতির তরফে। লালন পালনের বিশ্ব বিস্ময়কর দায়ভারের নিক্তিতে। নিঃশব্দের তথাপি মানবতার নিরিখে। স্তনদুগ্ধ দান হলো যে তাই একজন নারীর সফল পূর্ণতার অনন্য মনস্ক প্রতীক।

এটাই ধ্রুব সত্যি জ্বলজ্বলে চিরকালের শুকতারার মতো এবং এটাই জীবন দস্তুরও একই মহান জৈব শর্তে। অবশ্য প্রত্যাশিত ভাবে স্তনপানের সংজ্ঞা মানেই শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান, এমনতর চিরকালীন তকমাটা সর্বদাই একচ্ছত্র আধিপত্যের দাবিদার হয়ে থাকবে, তেমনটা কিন্তু চিরসত্য নয়। মাতৃদুগ্ধ পানের পাশাপাশি কন্যাদুগ্ধ পানও যে এক অবাক করা এই পৃথিবীর এক অন্যতম শাশ্বত নিদান।

অর্থাৎ ছোট্ট শিশু যেমন মায়ের কোলে মাতৃদুগ্ধ পান করে জীবনধারণ করে, তেমন বেঁচে থাকার জন্য পিতা পান করছে কন্যাদুগ্ধ, এমন দৃষ্টান্তই বা এই বিশ্ব উপেক্ষা করবে কোন পন্থায় শুনি? কারণ এই আকস্মিতার মুহূর্ত কখনও শিল্পীর তুলিতে পূর্ণতা পেয়েছে পিতা-পুত্রীর তুঙ্গ তুখোড় কারাগার ক্যানভাসে। আবার কখনও ক্যান্সার রোধের তাড়ণায় এমন উপমায় বাবা-কন্যা সমঝোতার স্তনদুগ্ধ পানে বিশ্বের তাবড় সাহসী পদক্ষেপের নমুনা তো অবশ্যই।

কন্যাদুগ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের নজর কেড়ে নেয় বিশ্বখ্যাত একটি চিত্রকলার নান্দনিক পেন্টিংয়ের পটভূমি। যেখানে ছবির মূল উপপাদ্য হয়ে উঠেছে, কন্যার স্তন নিঃসৃত দুধ পান করে কোনও ক্রমে জীবন ধারণ করে রয়েছেন এক কারাগার বন্দি পিতা। এ যেন এক নৈসর্গিক শিল্পকলা।

আসলে বিশ্ববাসীর হৃদয়ের মর্মস্পর্শী শিল্পকলা এমনই নৈসর্গিকই হয়। আসলে শিল্পকলা হলো মানুষের চেতন দর্শণের অনবদ্য রঙ তুলির নিপুণ ফলন। যা অন্যের মনকে দোলা দেয়। যা অপরের অন্তরকে বিকশিত করে। যা মানব ভাবনাকে মার্গীয় প্রকাশের রাস্তা দেখায়। তাই তো তা শিল্প। চিত্রকলা যে তারই এক অন্যতম সৃষ্ট মুদ্রা।

এমনই এক অনন্য চিত্রকলার নাম 'রোম্যান চ্যারিটি।' এ যেন 'নিজের ঔরসজাত মেয়ের স্তনের দুধ পান করে বেঁচে থাকা পিতা'র এক হৃদয় কাঁপানো বিশ্ববন্দিত ইতিকথা। ছবিতে যে যুবতী মেয়েটিকে দেখা গেছে তার নাম 'পেরো।' আর চিত্রিত বৃদ্ধ পিতার নাম যে 'সিমন।' এই মানব জাজ্বল্যমান চিত্রকলাটি এঁকেছেন ইউরোপীয় শিল্পী 'বার্তোলোম এস্তেবান মুরিলো।'

তবে চিত্রকলার প্রেক্ষাপটে লুকিয়ে আছে মানব জগতের স্বর্গীয় পিতা পুত্রীর এক মহিমান্বিত চমৎকার উপকথা। যা মনুষ্য জীবনের স্বাভাবিক স্তনপানের প্রাকৃতিক ব্যাকরণকেই এক পাশে সরিয়ে রেখেছে। মুরিলোর তুলির আঁচড়ে বরং সেখানে রঙের ছোপ পড়েছে স্তনপানের মানবিক নিজস্ব শর্ত। এটাই তো এক স্রষ্টা শিল্পীর প্রকৃত কারুকার্য। যেখানে বিধাতার বিধান না মঞ্জুর। সেখানে একমাত্র মান্যতা পায় অবচেতন ধ্রুপদী গহীণতার জঠরে লুকিয়ে থাকা সৃষ্টিশীলতার ফেরারী সচেতনতা। একেবারে আপন খেয়ালে। চূড়ান্ত নিজস্ব ঢঙে। এই ছবির পটের অন্তরালে রয়ে গিয়েছে তাই এক কন্যার পরম আত্মত্যাগ ও পিতার বেঁচে থাকার অদম্য জেহাদ। তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

ছবির অন্তরালে গল্পটি অনুধাবন করতে গেলে অবশ্যই একটি প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, নহ মাতা নহ কন্যা! তুমি কে হে রমনী? এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর! পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর।

সে কোনও এক সময়ের ইউরোপীয় রোম দেশের কথা। বলা ভালো স্থানীয় লৌকিক কতকথা এটি। কোনও এক অজানা অপরাধের কারণে এক বৃদ্ধকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল সেই দেশের তদানীন্তন রাজার নির্দেশে। স্থির করা হয়েছিল বিচার সভায়, না খেতে দিয়ে তিলে তিলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। সেইমতো তাঁকে চিরতরের জন্য বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলবন্দি অবস্থায় তাঁকে আর খেতে দেওয়া হতো না। দিন কয়েকের মধ্যে তিনি ক্ষিদে ও তৃষ্ণার জ্বালায় রুগ্ন ও শীর্ণ হতে শুরু করেন।

ঠিক এমন পরিস্থিতিতে উক্ত আসামীর নিজ কন্যা নিজস্ব পিতাকে দেখার জন্য উদ্বেল হয়ে ওঠেন। সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা কামনা করেন সেই মেয়েটি। সরকারও সেই আবেদন মঞ্জুর করে নির্দেশ জারি করে, এবার থেকে প্রতিদিন বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মেয়ে কারাগারে অবশ্যই প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু একটাই শর্তে। তা হলো, কোনও খাবার নিয়ে সে জেলের ভিতরে ঢুকতে পারবে না কোনও অবস্থাতেই।

সেই সরকারি অনুমতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে অবশেষে মেয়ে তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া শুরু করলো জেলের ভিতরে। কিন্তু বাবার অভুক্ত অবস্থা দেখে মেয়ে স্থির থাকতে পারলেন না। এদিকে কারাগার কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ, কিছুতেই বাবার জন্য তিনি খাদ্য বহণ করে আনতে পারবেন না এখানে। অন্যদিকে, বাবাকে বিনা খাবারে এভাবে মৃত্যুর মুখে ক্রমশঃ ঢলে পড়তে দেখাটা তিনি সহ্যও করতে পারছিলেন না মানসিক ভাবে। সমস্যা নিরসনের তিনি মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠেন। তখনই তাঁর মগজে স্থান করে নেয় এক অদ্ভুত অভিনব উপায়।

কন্যাদুগ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের নজর কেড়ে নেয় বিশ্বখ্যাত একটি চিত্রকলার নান্দনিক পেন্টিংয়ের পটভূমি। যেখানে ছবির মূল উপপাদ্য হয়ে উঠেছে, কন্যার স্তন নিঃসৃত দুধ পান করে কোনও ক্রমে জীবন ধারণ করে রয়েছেন এক কারাগার বন্দি পিতা। এ যেন এক নৈসর্গিক শিল্পকলা। আসলে বিশ্ববাসীর হৃদয়ের মর্মস্পর্শী শিল্পকলা এমনই নৈসর্গিকই হয়। আসলে শিল্পকলা হলো মানুষের চেতন দর্শণের অনবদ্য রঙ তুলির নিপুণ ফলন। যা অন্যের মনকে দোলা দেয়। যা অপরের অন্তরকে বিকশিত করে। যা মানব ভাবনাকে মার্গীয় প্রকাশের রাস্তা দেখায়। তাই তো তা শিল্প। চিত্রকলা যে তারই এক অন্যতম সৃষ্ট মুদ্রা। এমনই এক অনন্য চিত্রকলার নাম 'রোম্যান চ্যারিটি।' এ যেন 'নিজের ঔরসজাত মেয়ের স্তনের দুধ পান করে বেঁচে থাকা পিতা'র এক হৃদয় কাঁপানো বিশ্ববন্দিত ইতিকথা। ছবিতে যে যুবতী মেয়েটিকে দেখা গেছে তার নাম 'পেরো।' আর চিত্রিত বৃদ্ধ পিতার নাম যে 'সিমন।' এই মানব জাজ্বল্যমান চিত্রকলাটি এঁকেছেন ইউরোপীয় শিল্পী 'বার্তোলোম এস্তেবান মুরিলো।'

যেই ভাবা সেই কাজ। যখনই প্রহরী অন্যদিকে গমন করতে থাকেন তখনই তিনি তাঁর স্তনপান করাতে থাকেন বাবাকে। নিজের পিতাকে অন্তত প্রাণে বাচাঁনোর প্রত্যাশায়। এভাবেই তিনি রোজ এসে বাবাকে নিজস্ব বুকের দুধ সবার অলক্ষ্যে গোপনে পান করিয়ে যান নিজের পিতাকে। এদিকে মেয়ের স্তনপান করায় সাজাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ধীরে ধীরে সুস্থ হতে শুরু করেন। যদিও জেলের কর্মকর্তারা কিছুতেই ওই আসামীর সুস্থ হয়ে ওঠার কারণ বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁরা বিস্মিত হয়ে যান, কোন যাদুবলে বিনা খাদ্যে উনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠছেন?

এভাবেই দিন যায়। সপ্তাহের অন্ত হয়। মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হতে থাকে। অথচ সেই বৃদ্ধ মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে কই? উল্টে তিনি যে এখন বেশ চনমনে সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু জেল থেকে তো তাঁকে খাবার দেওয়া হয় না। এমনকি মেয়েকেও কোনও প্রকার খাবার নিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না এখানে। তবে এই অদ্ভুত জৈব উল্টো পুরাণের কারণ কি তা আপাতত রহস্যই থেকে গিয়েছিল জেলের কর্মকর্তাদের কাছে।

তারপর? একদিন সেই অদ্ভুত রহস্যময় বেঁচে থাকার জীবন বর্ণনা উন্মোচিত হয়েই পড়লো জনসমক্ষে। একদা এক উৎসুক কর্মরত কারাগার প্রহরী অন্তরালে থেকে পিছু নেয় মেয়েটির। উদ্দেশ্য একটাই। কি করে মেয়েটি তা দেখতেই হবে লুকিয়ে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। আর তাতেই পিঠের খোল থেকে শামুকের আত্মপ্রকাশের মতো সবকিছু নিজের চর্মজ চক্ষুতে পরখ করলেন। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে মেয়েটি কারাগারের অভ্যন্তরে ভালো করে ইতিউতি দেখে নেন। নজরে কেউ ধরা পড়লো না। সেই মওকা বুঝে কন্যাটি তাঁর স্তনবৃন্তটি বাবার মুখে তুলে ধরেন। পিতাও সেই কন্যাদুগ্ধ পান করে তখনকার মতো তৃপ্ত হোন। এই ঘটনার পরেই মেয়েটিকে পাকড়াও করেন সেই প্রহরী। পরিণামে এই প্রসঙ্গে ফের মোকদ্দমা শুরু হয়। গোটা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কারারুদ্ধ পিতার কন্যাদুগ্ধ পানের বৃত্তান্ত। যাবতীয় বিষয় গোচরে চলে আসে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের কাছে। রাজার কাছেও। সব সরকারি কর্মকর্তারা অচিরেই বুঝতে পারেন বাবাকে বাঁচানোর আর্তিতে মেয়ের কি অনন্য মানবিক প্রয়াসে লিপ্ত হয়। তাঁর সামান্য পরিমিত সাধ্যের গণ্ডিতে কি অসামান্য ব্যপ্তির জীবন মহিমার ভাবনা। পরিশেষে মেয়ের এ হেন বাবার প্রতি ঔদার্য প্রকাশে মুগ্ধ হয়ে মেয়ে সহ বাবাকে মুক্তি দেয় সেই দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র।

এমন লোককথার উপর ভিত্তি করেই বার্তোলোম এস্তেবান মুরিলো তুলির ছটায় সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর বিশ্ববন্দিত অমর চিত্রকলা 'রোমান চ্যারিটি।' তবে এই ছবির মূল পটভূমির লৌকিক গল্পটি একদা স্প্যানিশ ভাষায় লিখেছিলেন লেখক ভ্যালিরাস মাসিমাস তাঁর রচিত বই 'ফ্যাক্টোরাম এট ডিক্টোরাম'তে।

আমরা সাধারণ মানুষেরা প্রায়শই বলে থাকি, শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির নান্দনিক শিল্পকলাগুলো অনেক সময়ই এঁকে থাকেন নিজস্ব কল্পনা শক্তির আপন প্রতিফলনে। প্রশ্ন উঠে আসে এখানেই, তবে কি মানুষের এই কল্পনা শক্তির উত্তরণ এই বাস্তব মহাজাগতিক প্রসঙ্গ রাশির উর্ধ্বে উত্তরণ করতে সমর্থ? দর্শন কিন্তু অন্য কথা বলছে। যা প্রকৃতির নিজস্ব নয়, যা বাস্তব নির্ভর নয়, সেখানে মানুষের কল্পনা গতিরথের প্রবেশ অনির্বায় ভাবে নিষিদ্ধ। চেতন বা অবচেতন যে স্তরেই কল্পনা নিঃসৃত হোক না কেন।

তাই হয়তো পিতার প্রাণ স্থিতি কামনায় কন্যার স্তন দুগ্ধ দান শীর্ষক 'রোমান চ্যারিটি' চিত্রকলাটি কখন যে কি ভীষণ সততই জীবনমুখী হয়ে উঠবে তা কি চিত্রকর বার্তোলোম এস্তেবান মুরিলো ঘুণাক্ষরে অনুমান করতে পেরেছিলেন? অথচ এই ছবির প্রেক্ষাপট কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। হয়তো সেই বাস্তব পরশের আঙ্গিক অনেকটাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ও ভিন্ন চরিত্রের।

তা কেমন সেই বাস্তবায়নের কন্যা স্তন দুগ্ধ দানের আক্ষরিক প্রতিলিপি? তবে এবার না হয় শুরু হোক রূঢ় বাস্তবতার এক অদ্ভুত কাহিনী। নিশ্চয়ই বাঁকা চোখে তাকাচ্ছেন তো আবার? কি তাই তো? সেকি, মেয়ে তাঁর সদ্যোজাত সন্তানের মুখের ভাগ থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে নিজস্ব বুকের দুধ খেতে দিচ্ছেন বাবাকে। হয়ত অনেকে ভাবছেন... কেন এ কাজ করছে মেয়েটি? বাবাই বা কীভাবেখ.? অনেক প্রশ্নই হয়তো জাগছে আমাদের আপন মনিকোঠায়। কিন্তু কখনও কখনও ছোট্ট একটা অচেনা অস্বাভাবিকতা অনেক বড় বড় 'ভালো' ও 'সুস্থ' মানবিকতার জন্ম দিতে পারে আমাদের এই বৈচিত্র্যময় চরাচরে! এখানকার ঘটনাটাও ওইরকমই। বাবা আর্থার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু, মেয়ে হেলেন ফিত্সিমনস বাবাকে এভাবে হারিয়ে ফেলতে একেবারেই নারাজ। আর তাই বাবার এই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে শক্তি জোগাতেই নিজের বুকের দুধ পিতার মুখে তুলে দিয়েছিলেন একেবারে স্বেচ্ছায়। কারণ ইতিমধ্যেই চিকিৎসক পরামর্শ দেন, নারীর ব্রেস্ট মিল্ক নিয়মিত পান করাতে পারলে তাঁর পিতাকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে।

দুই সন্তানের মা, বছর চল্লিশের হেলেন ফিত্সিমনসের ছোট ছেলের বয়স তখন মাত্র এক। সেই কোলের সন্তানের ভাগ থেকেই বাবাকে বুকের দুধ খাইয়ে ছিলেন হেলেন। কারণ, তাঁর ধারণা, ডাক্তারের সুপারিশ অনুযায়ী, বুকের দুধ খাওয়ালে বাবা আরও কিছু দিন বেশি বাঁচবে। সেটা হতে পারে আগামী কয়েকটা মাস, অথবা এক বছর, দু-বছর, বা আরও কয়েক বছর। কারণ স্তনদুগ্ধই যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত নিরাপদ খাদ্য হিসেবে বিবেচিত চিকিৎসার অঙ্গনে। মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী, মেলোনোমা ক্যানসারে আক্রান্ত তাঁর বাবা আর্থার। ২০১৩ সালের অক্টোবরে প্রোস্টেটে এই মারণ রোগ ধরা পড়ে। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে অস্থিমজ্জায়। হেলেনের এ হেন উদ্যোগের শুরুটাও তখন থেকেই। চিকিৎসকের শলাপরামর্শ ছাড়াও তিনি ইন্টারনেট ঘেঁটে, বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট পড়ে আর্থারের মেয়ে অনুভব করেন, মেয়েদের ব্রেস্ট মিল্ক ক্যান্সার রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। বাবাকে সে কথা জানানও। স্ত্রী জেয়ানের সম্মতি নিয়ে, মেয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান আর্থার। তারপর থেকে মেয়ের নিয়মিত বুকের দুধ পান করতেন এই ক্যানসার রোগী। মেয়ে একদা বলেছিলেন, 'ক্যান্সারে রোগাক্রান্ত একেবারে মুমুর্ষ ক্যান্সারে রোগাক্রান্ত মৃত্যু পথযাত্রী বাবাকে নিজের বুকের দুধ স্বেচ্ছায় পান করিয়েছি। এভাবেই বাবাকে আরও ষোল মাস বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলাম।' এমন ব্যতিক্রমী ঘটনাটি ঘটে ইংল্যান্ডের চেলতেনহ্যামে।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে একদল সুইডিশ বিজ্ঞানী বিভিন্ন নিরীক্ষার পর ঘোষণা করেন যে, নারীর বুকের দুধ নিয়মিত পান করা সম্ভব হলে সেই থেকে উৎপন্ন প্রোটিন শরীরে থাকা ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষে প্রতিষেধকের কাজ করে থাকে সফল ভাবে।

সুতরাং, পিতার প্রাণ প্রহরীও যে কন্যাদুগ্ধের জাগরিত আবেগ, এ কথা কি মানবিক পর্যায়ে বলার অপেক্ষা রাখে না? প্রশ্নটা কিন্তু একটা শিল্পকলার। তেমনই উত্তরটা জানতে চায় চেলতেনহ্যামের একটি বাস্তবতা।

মনুষ্য সভ্যতার এও ব্যতিক্রমী চেতন রূপ। যা মানবতার পূর্ণ আকাশে এক সমুজ্জ্বল সূর্যসম ধন্য, ধন্য হে ধন্য কন্যাদুগ্ধ। যার প্রয়োগ শুধু পবিত্রতার শর্তমুগ্ধে।

নিজস্ব মহিমার গুণেই মহিমান্বিত হয়ে আছেন

লেডি অবলাবালা বসু

ডা শামসুল হক

দয়া, মায়া এবং মমতার মূর্ত এক প্রতীক হিসেবে এই বাংলা তথা সমগ্র ভারতের নারী সমাজে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজস্ব মহিমার ই গুণে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যার সহচর্য ছাড়া এতখানি প্রসিদ্ধ হতে পারতেন না , তিনি হলেন তাঁর ই সহধর্মিণী দেখি অবলাবালা বসু।

জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে ঘন্টার পর ঘন্টা মগ্ন হয়ে বসে থাকতেন তাঁর গবেষণার কাজে, তখন তিনি ভুলে যেতেন সবকিছুই। এমনকি তাঁর মনে থাকত না নিজের স্নান খাওয়ার কথাও। অবলাদেবীই সেইসময় ছিলেন তাঁর একমাত্র ভরসা। তিনিই তখন তাঁকে স্নান করিয়ে দিতেন। বদলে দিতেন ভিজে জামাকাপড়ও। তারপর খাইয়ে দিতেন দুপুরের খাবারও। এমন ইভাবে চলত দিনের পর দিন। কিন্তু এতটুকুও বিরক্তি প্রকাশ তিনি করেননি কখনই। তাইতো মহান সেই বিজ্ঞানীর গবেষণার কাজে কখনও কোন বিঘ্ন ঘটেনি ।

ছাত্রী হিসেবেও অবলাদেবী ছিলেন ভীষণ মেধাবী । ১৮৮১ সালে কলকাতায় আগমন ঘটে তাঁর। ভর্তি হন বেথুন স্কুলে । সেখান থেকেই অতি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পর চলে যান চেন্নাই শহরে । সেখানকার মেডিকেল কলেজে তিনি সুযোগ পেয়ে যান চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নেরই জন্য।

জগদীশ চন্দ্র বোসের সঙ্গে অবলাবাসা বসু

সেইসময় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের জন্য ডাক্তারি পড়ার কোন সুযোগই ছিল না। তাইতো অসাধারণ মেধার অধিকারী হওয়া সত্বেও নিজের এবং পরিবারের সকলের ইচ্ছে পূরণের জন্যই তাঁকে ছুটতে হয়েছিল চেন্নাই শহরে। তখন তাঁর পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য সরকার একটা বৃত্তির ব্যবস্থাও অবশ্য করেছিল।

বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রী হিসেবে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন বলেই তখন টনক নড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও। আর তার ই সম্মানার্থে দু-এক বছরের মধ্যেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও মেয়েদের জন্য ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাইতো পরবর্তী সময়ে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সহ আরও অনেক মেয়েই সেখানে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর এই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন সেই সময়ের ছোটলাট স্যর রিচার্ড অগষ্টাস।

চেন্নাইতে থাকলেও অবলাদেবীর মন কিন্তু পড়ে থাকত কলকাতাতেই। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা যাতে কোনোভাবেই পিছিয়ে না পড়ে সেদিকেও তীক্ষ্ম নজর ছিল তাঁর। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন তিনি। আর এই ব্যাপারে সেই সময়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাজ থেকেই যাবতীয় সংবাদ পেতেন তিনি।

চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশোনা করলেও তাঁর মন কিন্তু মোটেও সেদিকে স্থির হয়ে ছিল না। তাঁর ধ্যান এবং জ্ঞান তখন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর এমনই গভীরভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল যে নিজের ঈপ্সিত লক্ষ্যে থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন তিনি। তাই তো একটা সময় পড়াশোনা ছেড়েই চেন্নাই থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন তিনি নিজের ভালমন্দের কথা না ভেবেই। তাঁর তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেকোন উপায়েই হোক স্বভূমে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতেই হবে।

কলকাতায় ফিরেই অবলা বসু পেয়েছিলেন দ্বারকানাথবাবুর সঙ্গ। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই তিনি তখন যোগ দেন নারীমুক্তি আন্দোলনে। মনপ্রাণ ঢেলেই শুরু করে দেন নিজের কাজও।

তাঁর অনুপ্রেরণাতেই তখন জোর কদমে এগিয়ে চলে নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজ। নিজের ভীতটাকে মজবুত করার জন্য প্রথমেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বভার । ১৯১০ সাল থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ছাব্বিশটা বছর তিনি ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদিকা।

শুধু কলকাতা শহরেই নয়, গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তখন ছুটে বেড়াচ্ছিলেন অবলাদেবী। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন নারী শিক্ষা সমিতি নামের স্বাধীন একটা সংগঠনের। শুধু কমবয়েসী মেয়েরাই নয়, বয়স্ক মহিলারাও যাতে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই নিজেদের পরিপূর্ণ নারী হিসেবেই পরিচিত হতে পারেন সেই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই।

সমাজের দুঃস্থ এবং অসহায় মেয়েদের কথাও তিনি ভেবেছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গেই। তাই ১৯২৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের। সেইসব মেয়েরা যাতে সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপর্ব শেষ করে জীবিকার উপায়টুকুও খুঁজে পান সে জন্য সেইসব প্রতিষ্ঠানে নানান হাতের কাজ শেখাবার ও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু এবং তাঁর সহধর্মিণী লেডি অবলাবালা বসু সারাজীবন ধরে হেঁটেছেন সমান ও সমান্তরাল পথ ধরেই। তাঁরা সারাজীবন ধরেই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পাশে ছিলেন বলে দেশের মানুষজন আজও তাঁদের স্মরণ করেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই ।